ভারতে ইংরাজ।

OR

The English in India.

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি সর্ব্বং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"

BY

Krishnapada Vidyaratna M.R.A.S. (London

Senior Professor of Sanskrit, Ravenshaw College

Author of *Victoriacharitum, Asru* &c.

Gupta Press.
Printed by P. C. Das.
221 Cornwallis St, Calcutta,
and Published by Mittra & Co
213 Cornwallis Street.

CONTENTS.

CHAPTER VIII.

CHAPTER IX.

CHAPTER X.

PREFACE.

Sometime ago, in the course of a conversation with the Hon'ble Mr. Duke, Chief Secretary to the Government of Bengal, then Commissioner Orissa Division, I made the suggestion that a book should be brought out in Bengali, containing genuine loyalist views on the leading subjects of discussion at the present day. I availed myself of an opportunity to speak of this matter to His Honour the Lieutenant-Governor of Bengal at Darjeeling in June last; and on his Honour graciously intimating his approval, I began writing this book.

So far as I am aware, no systematic attempt has been made to explain to Bengali boys in satisfying detail the benefits received by our countrymen at the hands of our present rulers. Many generations have come and gone since the dark days of Siraj and Hyder—the invasions of Nadir and the incursions of the Bargis; and although with the little knowledge picked up from school manuals we often talk glibly of Clive and Omichand, of Hastings and Nanda kumar, few of us can adequately realise the

state of things from which India was rescued by British valour and intelligence, with the earnest co-operation of the people in many cases and their thankful acquiescence in others.

I shall consider myself amply repaid for the labour I have bestowed on the composition of this work, if it serves in any measure, however slight, to counteract the efforts of those who have of late been deliberately and zealously preaching the cult of race-hatred and ill-will to the Government, as the sovereign remedy for all political and economical evils. It cannot unfortunately be denied that this cult has become fashionable amongst certain sections of our countrymen especially those who are young.

At the same time I have not forgotten the claims of nationalism, and have sought to inculcate the duty of making earnest and persevering efforts to promote the weal and prosperity of our motherland. I trust my readers will realise how great a mistake it is to fancy that this duty is at all inconsistent with an appreciation of the blessings of British rule; for I have tried to show that the good of our country can best be accomplished with the support and co-operation which our Government is only too willing to extend to all genuine

Swadeshi enterprise, and that no people can hope to rise in the scale of nations except through the united efforts of the rulers and the ruled.

A careful reading of my book will correct the impression that might be hastily formed, that its object is to flatter the ruling race. I have not hesitated to speak out my mind or freely make suggestions for the further improvement of the present state of things, wherever they occurred to me as feasible. But I have sought carefully to avoid the prevailing tendency to look only at one side of a question, and have, to the best of my knowledge and in all good faith, stated the facts and arguments that are often ignored in discussing subjects of great importance.

The figures quoted in this book have been verified by comparison with those given in works enjoying a considerable vogue among my countrymen, such as Gupta's History of India and Sakharam Babu's *Desher katha.*

I am grateful to Mr. Levinge, Commissioner, Orissa Division, for the interest he has taken in this book and the instructions with which he has favoured me on several points.

I am glad to express my obligations to Prof. U. N. Maitra. M. A. who has furnished me with certain suggestions.

I must also mention here that my younger brother Srijut R. Vidyabagisa, Head Pundit of the Hare School, has from time to time helped me in compiling the historical information which this book contains.

Ravenshaw College,
CUTTACK.
The 12th October, 1908.

K. P. VIDYARATNA



ভারতে ইংরাজ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজ অধিকারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩০ ডিসেম্বর ইংলণ্ডেশ্বরী এলিজাবেথের অনুমতি লইয়া কতিপয় ইংরাজ ঈষ্টইণ্ডিয়াকোম্পানি নামে বাণিজ্য করিতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। বাণিজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতাসূত্রে ইংরাজকোম্পানিকে প্রথম প্রথম ওলন্দাজের নিকটে বিশেষ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এমন কি, ওলন্দাজগণ কয়েক জন ইংরাজকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার এবং কয়েকজনের প্রাণনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। নিগৃহীত হইয়াও ইংরাজ বণিক্ কর্ত্তব্যপথ হইতে স্খলিত হন নাই। সুদৃঢ় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও অধ্যবসায়গুণে ইংরাজেরা দয়াময় ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হইয়া বাণিজ্য করিতে লাগিলেন।

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ দাক্ষিণাত্যে চন্দ্রগিরিরাজের নিকটে চিনাপট্টনম্ বা মান্দ্রাজ ক্রয় করিয়া, বাসের সুবিধার জন্য তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। পশ্চিম উপকূলে সুরাট বা বোম্বাই প্রদেশেও ইংরাজ ন্যায্য অধিকার স্থাপনপূর্ব্বক ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে রীতিমত বাণিজ্য করিতে লাগিলেন।

স্বজাতিপ্রিয় ইংরাজ এইরূপ বণিক্‌বেশে এদেশে আসিয়া বিবিধ প্রকারে ভারতবাসীর সহিত বাহিরে মিশিতে লাগিলেন এবং প্রতিভাবলে বাদসাহের দরবারেও প্রবিষ্ট হইলেন। ডাঃ বৌটন শাহজাঁহার কন্যার পীড়া শান্তি কবিলে বাদশাহ তুষ্ট হইয়া তাঁহার নিকটে উপযুক্ত পারি-তোষিক প্রদানে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। স্বদেশহিতৈষী ইংরাজ নিজের জন্য কিছু না চাহিয়া, স্বদেশের উপকারার্থে জাতীয় বণিক্ সম্প্রদায়ের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রার্থনা করিলেন। বাদশাহও তৎক্ষণাৎ তাহা অনুমোদন করিলেন। দয়ালু বাদশাহের নিকটে তখন একটী প্রদেশ চাহিলেও ডাক্তার সাহেবের তাহা দুর্লভ হইত না। কিন্তু ইংরাজের হৃদয় তত অনুদার নহে, তাই তিনি স্বজাতির জন্য যাহা করিলেন, তজ্জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। মানবের অর্থ দেহ ও প্রাণ সকলই নশ্বর, কিন্তু সুবিহিত কার্য্য দ্বারা মানুষ মরিয়াও চির অমরত্ব লাভ করিতে পারে।

তদবধি ইংরাজ বাঙ্গালায় বিভিন্ন স্থানে কুঠী স্থাপন পূর্ব্বক বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় ইংরাজ

মুসলমানশাসনকর্ত্তাদিগের নিকটে মধ্যে মধ্যে বিশেষ রূপে নিগৃহীত হইলেও কর্ত্তব্য কার্য্যে হতোদ্যম হন নাই। সায়েস্তা খাঁ ইংরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলে তাঁহারা ভাগীরথী-তীরস্থিত সুতানটী গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হন এবং জমীদারেরা বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিলে আত্মরক্ষার জন্য কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য করিতে থাকেন। ইংরাজ এইরূপে বোম্বাই মান্দ্রাজ ও বাঙ্গালার অনেক স্থানেই একরূপ স্বপ্রধানভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন এবং ১০০ শত বৎসরের মধ্যে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামের স্বত্ব ক্রয় করিলেন। কালক্রমে বাদসাহের পরিবর্ত্তন ঘটিলে ডাঃ হ্যামিণ্টনের স্বজাতিপ্রেম-গুণে ইংরাজ আবার সর্ব্বত্র বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইলেন।

ইতিমধ্যে ফরাসী ও দিনেমারেরাও ভারতবর্ষে আসিয়া বাণিজ্যের সূত্রপাত করেন। এই সূত্রে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ ও ফরাসীর মনোমালিন্য হইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হয়, ও অবশেষে ইংরাজই জয় লাভ করেন। * যুদ্ধস্থলে সেনাপতি মিঃ লরেন্স সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত ক্লাইবের § সাহসিকতা ও কর্ত্তব্য-

---

* তৎকালে ইউরোপেও ইংরাজ ফরাসীতে যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল।

§ ইনি প্রথমে কেরাণী হইয়া আসিয়া পরে সৈনিক বিভাগে নিযুক্ত হন ইঁহারই প্রতিভাবলে ভারতে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। ইনিই পরে লর্ড হইয়াছিলেন।

নিষ্ঠায় বিশেষ প্রীত হন। গুণীর গুণ ঢাকা থাকে না ; বহ্নি কতক্ষণ ভস্মাবৃত থাকিতে পারে ?

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার তরুণ বয়স্ক নূতন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার অত্যাচারে কাশিমবাজার ও কলিকাতাস্থিত ইংরাজ-গণ নানারূপে উৎপীড়িত হইলে মান্দ্রাজ হইতে ক্লাইব সেনা-পতি হইয়া আসিয়া তাহার যথোচিত প্রতীকার করিতে যত্নবান হইলেন। ক্লাইব বাহুবলে কলিকাতার দুর্গ পুনরায় অধিকার করেন। পরে ফরাসীদের চন্দননগরের কুঠী লুট করিলে নবাব যুদ্ধে প্রস্তুত হন। পলাশীতে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। ক্লাইবের সাহস ও কৌশলে সিরাজ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলে সেনাপতি মিরজাফরের সাহায্যে ক্লাইবের জয় হয়। p

বণিক্ ইংরাজ নিজের ইচ্ছামত বাঙ্গলার সিংহাসনে পর পর দুই তিনটী নবাবকে বসাইলেন। পরে দিল্লীর বাদশাহের নিকটে বাঙ্গলা-বেহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ লাভ করিয়া নিজেই বঙ্গদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। ইহাই ইংরাজ-জাতির ভারতসাম্রাজ্যের প্রথম সূত্রপাত। ক্রমে এই ভারত-বর্ষকে রীতিমত বশীভূত করিতে ইংরাজ কোম্পানিকে অনেক বেগ সহ্য করিতে হইয়াছে। অনেক স্থানে রক্তপাত ও প্রাণ-

p নূতন নবাবের অত্যাচারে রাজা, জমীদার, বণিক্ ও নবাবের অনেক কর্ম্মচারী আন্তরিক চটিয়াছিল। মিরজাফর অনেক অবমাননা সহ্য করিয়াছিলেন এবং সিরাজউদ্দৌলাকে পদচ্যুত করিয়া নিজে নবাবী সিংহাসন পাইবার আশায় ইংরাজের সহিত গোপনে সন্ধি করেন।

পাত করিয়া অবশেষে ইংরাজ এই বিশাল ভারতভূমির এক-চ্ছত্রাধিপতি হইতে পারিয়াছেন।

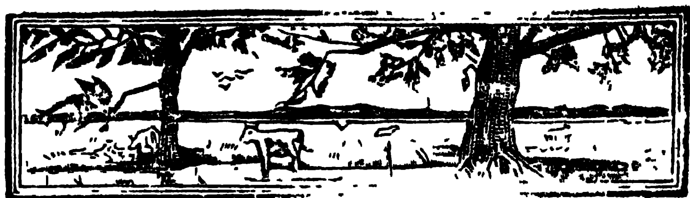
কোম্পানির প্রথম আমলে এদেশে উপকারের সঙ্গে সঙ্গে অপকারও হইয়াছিল। তদানীন্তন প্রজারা যে বিশেষ উৎ-পীড়িত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। ইংরাজ বাণিজ্য করিতে এদেশে আসিয়া সৌভাগ্যবলে যখন এদেশের সর্ব্বময়কর্ত্তা হই-লেন, তখন জাতীয় বাণিজ্যের উন্নতির দিকেই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য হইল। তাহা করিতে গিয়া এদেশীয় শিল্পী ও শিল্পের অনিষ্ট সংঘটন অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং বাহুবলে ভারত অধিকার করিলে, ভারতের প্রতি প্রথম হইতেই ইংরাজের প্রজাবাৎসল্য স্বাভাবিক হইত। ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের বাজার কতিপয় ব্যবসায়ী প্রজার উপার্জ্জিত সম্পত্তি।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহানল প্রশমিত হইলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতসাম্রাজ্যের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর ১লা নবেম্বর মহারাণী যে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন, তাঁহার মর্ম্ম অবগত হইলে উদারতা ও ন্যায়পরতা গুণে মুগ্ধ হইয়া সকল-কেই ইংরাজের চিররাজত্ব কামনা করিতে হইবে। ঘোষণার স্থূল মর্ম্ম এই—

"গুণানুসারে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণনির্ব্বিশেষে এবং ব্রিটনবাসী অন্যান্য প্রজার ন্যায় ভারতীয় প্রজারা সকল অধিকার ও উচ্চ পদ পাইতে পারিবে। ভারতীয় প্রজার সুখ সন্তোষ ও সর্ব্বা-

ঙ্গীন উন্নতির জন্যই ভারতসাম্রাজ্য শাসিত হইবে। ভারতে প্রজাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইলেই, আমি আপনাকে প্রবল ও পরাক্রান্ত মনে করিব, প্রজারা সন্তুষ্ট থাকিলেই, আমি আপনাকে নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ্ ভাবিব এবং প্রজারা সুশাসনে প্রীত হইয়া যে কৃতজ্ঞতা ও রাজভক্তি দেখাইবে, তাহাই আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার জ্ঞান করিব। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভারতীয় প্রজারা স্ব স্ব ধর্ম্ম সম্মত কার্য্য করিতে পারিবে এবং আমার অধিকারে সকলই তুল্যরূপে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইবে”।





দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দৈবং পুরুষকারশ্চ কালোহি বলবত্তরঃ ॥

অধিকারের ন্যায্যতা।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে ভারতে ইংরাজ অধিকার সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইল। ইতিহাস পাঠক বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন। তখন বুঝিবেন ভারতের উপরে ইংরাজের স্বত্ব ন্যায্য। ইংরাজ বৈদেশিক বিভিন্ন জাতীয় বণিক্ হইয়া, অধ্যবসায় ও কর্ত্তব্য-নিষ্ঠাগুণে প্রথমে এ দেশীয় লোকদিগের হৃদয়রাজ্য অধিকার করিতে না পারিলে, অল্প লোকের সাহায্যে কি কখন এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্যের উপরে এরূপ প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারিতেন? ইংরাজের দৃঢ়তা কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণে তদানীন্তন জগৎশেঠ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি দূরদর্শী বুদ্ধিমানেরাও বিমুগ্ধ হন এবং রাজ্যশাসনকারী বিলাসী ও অব্যবস্থিতচিত্ত নবাবের কার্য্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ইংরাজের শরণাপন্ন হন। ইঁহারা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য মান্দ্রাজ বোম্বাই ও বাঙ্গলায় কয়েকটী গ্রামের ভূমি-স্বত্ব ক্রয় করেন।

বঙ্গীয় নবাবদিগের শাসন কার্য্যের বিশৃঙ্খলাবশতঃ দিল্লীর বাদসাহের নিকট হইতে দেওয়ানীসনন্দ লইয়া বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যা শাসন করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে কর্ম্মবীর ইংরাজ যুদ্ধ বিগ্রহ দ্বারা খণ্ড খণ্ড রাজ্য সকল জয় করিয়া এই বিশাল ভারতভূমির অধীশ্বর হইয়াছেন। দৈবের ইচ্ছায় একধর্ম্মী ইংরাজ ঐক্যমন্ত্রে দীক্ষিত ও অলৌকিক অধ্যবসায় গুণে পুরুষকারসম্পন্ন। সময়ও অনুকূলভাবে সাহায্য করিয়াছে। তাই দৈব, পৌরুষ ও কালের বশবর্ত্তী ভারত আজ ইংরাজের অধীন।

'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' আজ কর্ম্মবীর ইংরাজের অধিকারে। যে জাতি বণিক্ বেশে এদেশে আসিয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হইতে পারিয়াছেন সে জাতির প্রতিভা ও সৌভাগ্যবল কি প্রশংসনীয় নহে? শাস্ত্রে আছে রাজা বিষ্ণুর মূর্ত্তি বা দিক্পালের অংশ, অতএব সকলের ভক্তি ও সম্মানের পাত্র। কর্ম্মচারী-দিগের ব্যক্তিগত দোষে রাজ্যেশ্বরের রাজ্যবিধানে দোষারোপ করা কি উচিত? জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কুপরামর্শে চালিত পিতা কর্ত্তৃক যদি কখন কনিষ্ঠ পুত্র অন্যায়রূপেই শাসিত হয়, তাহা হইলে সে কি পিতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে, না বিনয় ও নম্রতার সহিত পিতার নিকটে নিজের ক্লেশ জানাইবে? যে ভারতে রামচন্দ্র রাজ্যাধিকারী হইয়াও পিতার অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া অভিষেকের দিনে বনে গমন করেন, যে ভারতে প্রজা-গণ রাজাকে বিষ্ণু ভাবিয়া ভক্তির সহিত বরাবর পূজা করিয়া

আসিতেছে, সেই পবিত্র ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া বিনয় ও নম্রতা কি একেবারে ভুলিয়া যাওয়া উচিত ? যিনি যখন রাজা, তিনি আমাদের ভক্তির পাত্র। শাসনের দোষ উপলব্ধি হইলে বিনয়ের সহিত রাজা বা রাজকর্ম্মচারীর নিকটে তাহা জানান যাইতে পারে। এ জন্য অবিনয় ও অশিষ্টাচার প্রকাশ করা কোন মতেই উচিত নহে।

ইতিহাস-পুরাণ পাঠেও দেখা যায়, 'জোর যার মুল্লুক তার'। স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর সুরেন্দ্রকেও মধ্যে মধ্যে অসুর কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইতে হইয়াছিল। ক্ষত্রিয় জাতীয় হিন্দুরাজাকেই বিষ্ণুর ন্যায় মান্য করিতে হইবে এরূপ কথা কোথায় আছে ? গুণানুসারেই জাতি ও বর্ণ বিভক্ত হইয়াছে। রামায়ণে লেখা আছে যে, 'চণ্ডালমপি বৃত্তস্থং তং দেবাঃ ব্রাহ্মণং বিদুঃ' (১)। অতএব ইংরাজ বৈদেশিক হইলেও ক্ষত্রিয়োচিত গুণের জন্য ক্ষত্রিয় উপাদানে সৃষ্ট নয় কে বলিতে পারে ? অপিচ পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অন্য জাতি ও এই ভারতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ভারতের উপরে আর্য্যদিগের একচেটিয়া অধিকার কখনই ছিল না। হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান্ পর পর ভারতের রাজা হইয়া আসিতেছেন। বৈদেশিক মুসলমান ক্রমে ক্রমে এদেশে

---

(১) বৃত্তিস্থ অর্থে সদাচার শৌচ সম্পন্ন পূর্ব্বের সঙ্কীর্ণ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যকার্য্যপরায়ণ করিলেই অর্থ উদার হয়।

বহুকাল বাস ও বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এদেশীয় হইয়া গিয়াছেন।

ইতিহাসাভিজ্ঞমাত্রকেই ভারতের উপরে ইংরাজের ন্যায্য স্বত্ব স্বীকার করিতে হইবে। সাম, দান, ভেদও দণ্ড লইয়াই রাজনীতি। রাজ্য অধিকার করিতে গেলে সকলকেই এই নীতি অবলম্বন করিতে হয়। বৈদেশিক ইংরাজও যদি এই নীতি অনুসরণ করিয়া ভারত জয় করিয়া থাকেন দোষ কি ?

জাপানীরা গুপ্তভাবে সমুদ্র মধ্যে মাইন্ রাখিয়া রুষের বড় বড় রণপোত জলমগ্ন করিয়া দিল। এইরূপে অল্প সংখ্যক জাপানী অসুরতুল্য রুষ সেনাদিগকে পরাজয় করিতে বৈধ অবৈধ বিবিধ উপায় অবলম্বনে তবে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। পরে যুদ্ধের চরম ফল দেখিয়া কোন্ সভ্যজাতি জাপানীর বুদ্ধি, সাহস ও বলের প্রশংসা না করেন ? যুদ্ধ মাত্রই কূটনীতিময়। মহাভারতের যুদ্ধ পর্ব্বগুলি পাঠ করিলেই জানা যায় যে পূর্ব্বেও যুদ্ধস্থলে কূটনীতি অবলম্বিত হইত।

"ইংরাজ বৈদেশিক, আমরা ভারতবাসী, ইংরাজ অন্যায় পূর্ব্বক আমাদের ভারত অধিকার করিয়াছেন," এই কথা যিনি বলেন তাঁহার পৌরাণিক রাজাদিগের পৃথিবী জয়ের কথা স্মরণ করা উচিত। পূর্ব্বেও শক্তিশালী রাজারা বলপূর্ব্বক পৃথিবী জয় করিয়া একাধিপত্য করিতেন। তৎকালে যানাদির অসুবিধার জন্য আধিপত্য এখনকার ইংরাজের ন্যায় না হইলেও বিজিত দেশের রাজাকে মণ্ডলাধিপতি জেতা রাজার নিয়মানুসারেই রাজ-

কার্য্য করিতে হইত। সকল মানবেরই পৃথিবীর উপরে সমান অধিকার আছে। বঙ্গেশের বঙ্গ ও পাঞ্জাবেশ্বরের পাঞ্জাব ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। বল ও কৌশলপূর্ব্বক যিনি যে দেশ অধিকার করিবেন এবং সুশাসনগুণে প্রজাদিগকে সুখে রাখিবেন, তিনিই তখন সে দেশের রাজা। নতুবা 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' এ কথা নিরর্থক হইত। পক্ষান্তরে প্রায় এক শতাব্দী অতীত হইল, বঙ্গবাসী নবাবের শাসনপ্রণালীতে বিরক্ত এবং মহারাষ্ট্র কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়া, তদানীন্তন হিন্দু রাজাদিগকেও উপেক্ষা পূর্ব্বক, ইংরাজের শাসনে সুখসমৃদ্ধির আশায় এদেশে ইংরাজের প্রভুত্ব বাড়াইতে কি সাহায্য করেন নাই এবং সেই সুশাসনের সুফল কি এখনও আমরা ভোগ করিতেছি না?

রাজনীতিবিৎ কর্ম্মবীর ইংরাজ আজ আমাদের ভারতের রাজা। দৈবের ইচ্ছায় ভারতের বর্ত্তমান ও ভাবিমঙ্গলের জন্যই ইহা ঘটিয়াছে। অতএব ভারতবাসী! প্রসন্ন চিত্তে বিষ্ণুমূর্ত্তি রাজা ও রাজপ্রতিনিধিদিগের উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তি রাখিয়া সরল হৃদয়ে ভাবিয়া দেখ আমরা আজ কিরূপ শান্তিতে আছি।





তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শান্তিস্থাপন।

ইংরাজ যখন বাণিজ্যের জন্য এদেশে আগমন করেন, তাহার কিছুকাল পরেই মোগল সম্রাট্ কালের বশে ক্ষীণবল হওয়ায়, প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা স্বাধীন হইলেন এবং অন্যান্য হিন্দু ও মুসলমাননৃপতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আধিপত্য করিতে আরম্ভ করেন। বহুল ক্ষুদ্ররাজ্য সমষ্টিপূর্ণ হওয়াতে নৃপতিদিগেব পবস্পর অনৈক্য-নিবন্ধন ভারতের একরূপ অরাজক অবস্থা দাঁড়াইল। প্রায়ই বিদ্রোহ কলহে অজস্র শোণিতপাত হইত। কোন শক্তিশালী ব্যক্তি এই সকল খণ্ড খণ্ড রাজ্যের অধিপতিদিগকে আয়ত্ত করিয়া সম্রাটের শ্লাঘনীয় পদে আরোহণপূর্ব্বক সর্ব্বত্র শান্তিস্থাপন করিতে পারেন নাই। ভারত অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকদেশেই মহারাষ্ট্র অশ্বারোহীদের কবল হইতে প্রজাদিগের ধন প্রাণ রক্ষণ দুরূহ হইয়াছিল। অনবরত বিদ্রোহ ও লুণ্ঠনভয়ে সকলই শশব্যস্ত থাকিত। ইংরাজের সুশাসনপ্রভাবে এক্ষণে

সমুদয় নরপতি বশ্যতা স্বীকার করায় ভারতের সর্ব্বত্র অভাবনীয় শান্তি বিরাজমান। পূর্ব্বের ন্যায় দস্যু তস্করের ভয় আর নাই। মধ্যবিত্ত গৃহস্থকেও এক্ষণে আর অর্থ (যদি কাহারও কিছু থাকে) মাটীর মধ্যে পুতিয়া রাখিতে হয় না। রাত্রিকালে শশব্যস্ত হইয়া জাগিতে হয় না। ধনীদিগকে বহু সশস্ত্রপ্রহরীবেষ্টিত হইয়া ধনরক্ষার জন্য প্রভূত ধনব্যয় করিতে হয় না। জমীদারদিগকে বাকী খাজানার জন্য 'বৈকুণ্ঠে' * যাইতে হয় না। অনাথা বিধবা রমণীও একাকিনী একঘরে স্বামীর সম্পত্তি ভোগ করিয়া নিশ্চিন্ত-ভাবে রাত্রিতে নিদ্রা যায়। পূর্ব্বে কোথাও সুন্দরী রমণী আছে, একথা নবাবের কর্ণগোচর হইলে তাহার সতীত্বরত্ন রক্ষা করা দুরূহ হইত। এমন কি বাদসাহ জাহাঙ্গীরও একটী রমণীরত্নের রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া তাহার স্বামীর প্রাণনাশ করিয়া পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর সেই নারী নুরজাহান নামে বাদশাহের প্রধান পত্নীর মধ্যে পরিগণিত হয়। তখন লোকে সুন্দরী স্ত্রীকে বিবাহ করিতেও বিশেষ শঙ্কিত হইত। এখন সে সকল চিন্তা আর নাই। সকল প্রজাই জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক সুখে কাল যাপন করিতেছে।

ইংরাজের প্রভূত চেষ্টা ও কৌশলে ভীষণ ঠগের অত্যাচার নিবারিত হইয়া সহস্র সহস্র নিরীহ পথিকের জীবন রক্ষা হইয়াছে। এক্ষণে অস্ত্র আইন অনুসারে সাধারণের হাতে অস্ত্র নাই সত্য, কিন্তু অস্ত্রের কার্য্য যখন রাজার প্রতাপে সম্পাদিত

* নবাবী আমলের পূতিগন্ধময় নরককুণ্ড বিশেষ।

হইতেছে, তখন প্রাণঘাতী অস্ত্র রাখায় প্রয়োজন কি? পূর্ব্বে আমাদের হাতে অস্ত্র থাকিতে ঠগ ও দস্যুদিগের দমনের জন্য আমরা কি করিতে পারিয়াছিলাম? স্বদেশের জন্যই বা কি করিয়াছিলাম? হাতে অস্ত্র থাকিতে কার্য্য না করা লজ্জার বিষয় নয় কি? ইহাও কি ভাবিবার বিষয় নহে যে, আগ্নেয়াস্ত্র সহজ-লভ্য হইলে নিরীহ শিক্ষিত ভদ্রলোক অপেক্ষা দস্যু তস্কর প্রভৃতির অধিক সুবিধা ঘটিবে এবং বৈরনির্য্যাতনের প্রয়াসে নরহত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। তবে আবাব সেই শোণিত-শোষী অস্ত্রের জন্য বৃথা ব্যস্ততা কেন?

অতি পূর্ব্বে হস্তপদাদি ছেদন দ্বারা দস্যু ও তস্করদিগকে গুরুতর দণ্ড দেওয়া হইত। সভ্যতম ইংরাজের শাসনে দণ্ডও লঘু হইয়াছে, বিশেষ ক্লেশকর দণ্ড কাহাকেও ভোগ করিতে হয় না। তথাপি, ইংরাজের প্রতাপে ও সুশাসনের ফলে পূর্ব্বের ন্যায় আর চোর ডাকাইত নাই। অনেকেই শ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। ভারতে এরূপ শান্তি বহুকাল বিরাজ করে নাই। ইংরাজ বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুকে নীতি ও পৌরুষবলে রীতিমত দমন করিয়া প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্যবিধানে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেছেন। তবে আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে শিক্ষিত কোন কোন পরাধীন যুবকের হৃদয়ে স্বাধীন জাতির সহিত সকল বিষয়ে সাম্যলাভে প্রয়াস ও কোন কোন ইংরাজের হৃদয়েও বিজাতীয় ও বিজিত বর্ণগত ভিন্নভাব উদিত হওয়াতেই এরূপ শান্তিময় রাজ্যে আমরা পূর্ব্বের ন্যায়

সুখ থাকিলেও তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, যে ভারতসাম্রাজ্যের পরিমাণ প্রায় ১৫ লক্ষ বর্গ মাইল, অধিবাসীর সংখ্যা ২৬ কোটীরও অধিক, সুতরাং, এক রুষিয়া ভিন্ন সমুদয় ইউরোপের পরিমাণ ও অধিবাসীর সংখ্যার তুল্য, এরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বতোভাবে শান্তি সংরক্ষণ-ব্যাপার কত দুরূহ, তাহা আমাদের চিন্তায়ও আসিতে পারে না। এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে ইংরাজের নিকটে সকল জাতি ও সকল রাজা অবনত মস্তকে আজ্ঞাপালনে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে। আমাদের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে কেবল ভারতের চিন্তাই কি করিতে হয়? ভারত অপেক্ষা লোক সংখ্যায় হীন হইলেও ধনে মানে প্রবৃদ্ধতর অনেক দেশের জন্য ইংরাজকে ভাবিতে হয়। এতবড় বিস্তৃত সাম্রাজ্য কখন এক জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাই প্রবাদ আছে ইংরাজের রাজ্যে সূর্য্য কখনও অস্তমিত হয় না। আমরা এরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ইংরাজের প্রজা হইয়া কি ধন্য হই নাই? এবং ইহাতে গৌরব অনুভব না করা কি লজ্জার বিষয় নহে?

ইংরাজের শাসনে ভারতের নূতন অবস্থা হইয়াছে। আমরা অনেক নূতন বিষয় শিখিতেছি। বহুল নূতন বিষয় ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উন্মেষ হওয়াতে ভারত দিন দিন উন্নতির সোপানে উঠিতেছে।

পূর্ব্বে হিন্দু ও মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের সময়ে উৎপন্ন শস্যের ৩য়, ৪র্থ বা ৬ষ্ঠ অংশ কররূপে গৃহীত হইত। কর

নির্দ্ধারিত না থাকায়, তহশীলদারেরা অনেক সময়ে অত্যাচার পূর্ব্বক অধিক কর আদায় করিত এবং রাজ্যেশ্বরকে ইচ্ছামত দিয়া অধিকাংশ আপনারাই আত্মসাৎ করিত। এইরূপ তহশীলদারের অত্যাচারে প্রজারা বিশেষ ক্লেশ পাইত, রাজা ও প্রাপ্য অংশ কোন বারেই পাইতেন না। ক্ষুদ্র প্রজা তহশীলদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতেও সাহসী হইত না। ইংরাজের অধিকারে আজকাল আর সেরূপ হয় না।* স্থান বিশেষে দশ্‌শালা বা স্থায়ী বন্দোবস্ত ও দীর্ঘকাল বন্দোবস্ত হওয়ার পরে অনেক স্থানেই তহশীলদার বা জমিদারের উপরে নির্দ্ধারিত কর দিবার ভার অর্পিত হইয়াছে এবং ঐ কার্য্য পূর্ব্বপুরুষানুগত হওয়ায়, তৎসঙ্গে সূর্য্যাস্ত আইন প্রবর্ত্তিত হওয়াতে রাজা ও প্রজা উভয়েরই সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় বিবাহাদি উৎসব উপলক্ষ্যে দরিদ্র প্রজার নিকটে চাঁদার টাকা আর তেমন বলপূর্ব্বক আদায় করা হয় না। প্রজার নিকটে অন্যায় বলপ্রয়োগপূর্ব্বক অর্থ আদায় করিলে জমীদার দণ্ডনীয় হন। এক্ষণে প্রতি বৎসর ভারতের রাজস্বের বিবরণ সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইতেছে।

আকবর উৎপন্ন দ্রব্যের তিন ভাগের একভাগ করস্বরূপ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার পঞ্চদশ সুবা হইতে কেবল ভূমির রাজস্ব বার্ষিক ১৪ কোটি টাকা আদায় হইত। কাবুল, খান্দেশ

---

* পূর্ব্বে প্রথম প্রথম কর ধার্য্য সময়ে স্থান বিশেষে ইংরাজ কোম্পানীও কঠোরতা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

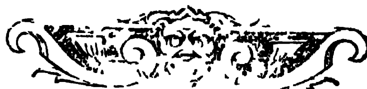
ও সিন্ধুপ্রদেশের রাজস্ব না ধরিলে উহা সাড়ে বারকোটি টাকায় দাঁড়াইত। ইংরাজের অধিকৃত উত্তর ভারতবর্ষের আয়তন, আকবরেব অধিকৃত উক্ত স্থানগুলির আয়তন অপেক্ষা অনেক বেশী। অথচ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ঐ সকল ভূমির রাজস্ব বারকোটি মাত্র গৃহীত হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, আকবরের প্রজাদিগকে বর্ত্তমান ইংরাজের প্রজা অপেক্ষা আধিকতর কর দিতে হইত।

আকবর অপেক্ষাও আরঙ্গজেবের সময়ে মোগলসাম্রাজ্য অধিকতর প্রসারিত হয়। তথাপি বর্ত্তমান ইংরাজের অধিকৃত স্থান অপেক্ষা মোগল সাম্রাজ্যও তখন অল্প বিস্তৃত ছিল। আরঙ্গজেবের বাজস্ব সর্ব্বসমেত ৮০ কোটি টাকা নির্দ্ধারিত হয়। তার মধ্যে ভূমির কর ৩০ হইতে ৩৮ কোটি টাকা। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতসাম্রাজ্যের রাজস্ব ৯৫ কোটি টাকা স্থির হয়। ইহার মধ্যে ভূমির কর ২৯ কোটি টাকা মাত্র। অবশিষ্ট ৬৬ কোটি টাকা অহিফেন রেলওয়ে টেলিগ্রাফ ও ডাকবিভাগ প্রভৃতি ব্যবসায় বিভাগ হইতে আদায় হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইংরাজ অল্পহারে ভূমির কর নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তবে ইংলণ্ডে ভূমির কর ভারত অপেক্ষা অনেক অল্প বটে। সেখানে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারনিবন্ধন তাহার উপরে যে কর নির্দ্ধারিত আছে, ইংলণ্ডের রাজকোষ তাহা দ্বারা পূর্ণ হয়। এদেশে পূর্ব্ব হইতেই ভূমির কর বর্দ্ধিত থাকায়, ইংরাজ স্বদেশের ন্যায় তাহা একেবারে কমাইতে পারেন নাই। অপিচ, পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও

ভূমির কর খুব বর্দ্ধিত ছিল। তখন গভর্ণমেণ্টের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য ভূমির করই একমাত্র অবলম্বন ছিল। শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিতে ইংলণ্ডের আভ্যন্তরীণ অবস্থা উন্নত হইলে এবং আয়-কর ও বাণিজ্যাদির উপরে নির্দ্ধারিত কর দ্বারা গভর্ণমেণ্টের ব্যয় অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইতে পারিতেছে দেখিয়া ভূমির রাজস্ব হ্রাস করিয়া দেওয়া হয়। শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি দ্বারা এদেশের সমৃদ্ধির আধিক্য হইলে ও রাজ্যের ব্যয়োপযোগী কর তাহা হইতে যদি কখন আদায় হয়, ন্যায়বান্ ইংরাজ ভবিষ্যতে এদেশীয় দরিদ্র প্রজার সুবিধার জন্য ভূমির করও যে কমাইবেন না কে বলিতে পারে ?

ইংরাজের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালী নিয়মানুবর্ত্তী (Constitutional Government) হওয়ায় রাজা ও প্রজা উভয়েরই সুবিধা হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে 'জিজিয়া' কর মুসলমান ভিন্ন সকলকেই দিতে হইত। আকবর তাহা রহিত করিয়া দিলেও আরঙ্গজেব তাহার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিয়া রাখেন। ইংরাজের শাসনে সেরূপ বৈষম্যজন্য অত্যাচার নাই। ইংরাজের নিকটে সকলজাতি, সকল বর্ণই সমান। শাসনপ্রণালীর নিয়মানুবর্ত্তিতা নিবন্ধন সকলই সুখী। নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সামান্য প্রজার ন্যায় শাসনকর্ত্তাকেও দণ্ডভোগ করিতে হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বা বর্ত্তমান রুষিয়া প্রভৃতি দেশের রাজার ন্যায় ইংরাজ স্বেচ্ছাচারী হইয়া কোন কার্য্য করেন না বা করিতেও পারেন না। এরূপ ন্যায়পরায়ণ রাজা আর কুত্রাপি নাই। ব্যক্তিগত কার্য্যের

দোষে দুঃখিত বা হতাশ হইয়া এতাদৃশ শাসনপ্রণালীর দোষ দেখান কি বিজ্ঞের কার্য্য ? সাধারণ ও সম্ভ্রান্ত উভয় পক্ষ হইতে নির্ব্বাচিত সভ্য দ্বারা গঠিত পার্লিয়ামেণ্ট্ মহাসভায় যে শাসন-প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচিত হইতেছে এবং দোষাংশ পরিদৃষ্ট হইলে তাহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তখন সে বিষয়ে সাধারণের আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে ?





চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শাসনপ্রণালী।

উৎকৃষ্টতর শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়াতে ইংরাজরাজ্যে সাধারণ প্রজার যে কি সুখ হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। আমি সেই শাসনপদ্ধতিবিষয়ে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিব।

এক্ষণে সুদূর ইংলণ্ডবাসী সপ্তম এডোয়ার্ড ভারতের সম্রাট্। তাহার পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার মন্ত্রণায় সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। রাজকার্য্যসকল অনেক বিভাগে বিভক্ত। সকল বিভাগেই এক একজন মন্ত্রী আছেন এবং সকল মন্ত্রীর উপরে একজন প্রধান মন্ত্রী আছেন। মন্ত্রিসমূহ দ্বারা প্রায় সকল কার্য্যই নির্ব্বাহিত হয়। তবে সন্ধি-বিগ্রহাদি বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্রাটের অনুমতি সাপেক্ষ। পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যগণ রাজ্যশাসনবিষয়ে নিয়মাদির প্রবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন করেন। সেই নিয়মানুসারে সকল শাসনকর্ত্তাকে চলিতে হয়। মহাসভার সভ্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত:—হাউস্ অফ্ লর্ডস্ অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত জমিদারদিগের সভা, আর হাউস্ অফ্ কমন্স অর্থাৎ সাধারণ প্রজাবর্গের সভা।

প্রজাগণ ঐ সভায় স্ব স্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া থাকে। এই সভা দুইটী রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত। একটী রক্ষণশীল (Conservative) অপরটি উন্নতিশীল (Liberal) পার্লিয়ামেণ্ট সভায় যেবার যে দলের লোক অধিক হয়, প্রধানতঃ সেইবার সেই দলের নেতা ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হন। সম্রাট্ই প্রধান মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। প্রধান মন্ত্রীর দলের ব্যক্তিগণ রাজ্যশাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন কার্য্যের ভার পাইয়া থাকেন। ইংলণ্ডের মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তন উভয় দলের জয় পরাজয়েব উপর নির্ভর করে। ভারতের কার্য্য দেখিবার জন্য একজন সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ নিযুক্ত আছেন; এবং তাঁহার কার্য্যের সুবিধার জন্য একটী সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। সদস্যগণ ঐ সভায় দশ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু মন্ত্রিসম্প্রদায়ের পরিবর্ত্তনে ষ্টেট্ সেক্রেটারীর পরিবর্ত্তন ঘটিলে সভ্যদিগেরও কার্য্যকাল শেষ হয়। সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য।* তিনি সভার অধিকাংশ সভ্যের মত লইয়া ভারতের যাবতীয় কার্য্য করেন।‡

ভারতের গভর্ণর্ জেনারেল বা ভাইসরয়কে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের মত লইয়া সমুদয় কার্য্য করিতে হয়। সম্রাট্ গভর্ণর জেনেরলকে নিযুক্ত করেন। প্রায় পাঁচ বৎসর কাল তাঁহাকে কার্য্য করিতে হয়।

* লর্ড্ মর্লি এক্ষণে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের পদে নিযুক্ত।

‡ এক্ষণে উক্ত সভায় ভারতীয় দুই জন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

ভারতের গভর্ণরজেনেরলেরও একটি সভা (Council) আছে। তিনি ঐ সভার সহিত পরামর্শ করিয়া সন্ধি বিগ্রহাদি যাবতীয় গুরুতর কার্য্য রাজপ্রতিনিধিরূপে করিয়া থাকেন। বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য উপস্থিত হইলে সভার মত না লইয়া তিনি তাহা করিতে পারেন। গভর্ণর জেনেরলের কৌন্সিল দুই ভাগে বিভক্ত। কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ও ব্যবস্থাপক সভা। কার্য্য-নির্ব্বাহক সভায় (Executive Council) ছয় জন সদস্য আছেন, সকলেই গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী। ইঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে সৈনিক, রাজস্ব, পূর্ত্তবিভাগ প্রভৃতি এক একটি কার্য্য-বিভাগ ন্যস্ত আছে। ব্যবস্থাপক সভায় (Legislative Council) পূর্ব্বোক্ত ছয়জন সদস্য ও গভর্ণমেণ্টের কতিপয় কর্ম্ম-চারী এবং ভারতীয় ও ইউরোপীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ভিন্ন সম্ভ্রান্ত কতিপয় ব্যক্তি সভ্য আছেন। প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক সভাও এই সভাতে একটি সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া দিতে পারেন। এই সভাতে ভারতের জন্য আইন প্রস্তুত হয়। প্রয়োজনানুসারে ইহার অধিবেশন হয়। এই সভায় সাধারণে প্রবেশ করিতে পারে। প্রজাদিগকে জানাইবার জন্য আইনের পাণ্ডুলিপি গভর্ণমেণ্ট-গেজেটে প্রকাশিত হয়। গভর্ণর্ জেনারেল ঐ দুই সভারই সভাপতি।

বিশাল ভারতসাম্রাজ্যের উপরে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গভর্ণর্ জেনারেলের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা থাকিলেও তিনি একাকী সমুদয় প্রদেশের কার্য্য সকল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখিতে পারেন না

বলিয়া প্রদেশীয় গভর্ণমেণ্ট্ দ্বারা প্রদেশসকলের কার্য্য পরিচালিত হয়। প্রদেশসকল বোম্বাই, মান্দ্রাজ, অযোধ্যা ও উত্তরপশ্চিম, পাঞ্জাব, বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যা, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম (নূতন বিভক্ত) মধ্যদেশ ও ব্রহ্মদেশ এই আট ভাগে বিভক্ত। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তাকে গভর্ণর বলে। সম্রাট্ গভর্ণরদিগকে নিযুক্ত করেন। গভর্ণরগণ প্রয়োজনীয় কার্য্য নিষ্পত্তির জন্য সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের নিকটে পত্রাদি লিখিতে পারেন। অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তা লেপ্টেনেণ্ট্ গভর্ণর নামে অভিহিত। কেবল বর্ত্তমান্ বেবন্দোবস্তী মধ্যপ্রদেশের শাসনকর্ত্তাকে প্রধান কমিশনর্ বলে। প্রদেশীয় গভর্ণমেণ্টের কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য এক একটি ব্যবস্থাপক সভা আছে। বোম্বাই ও মান্দ্রাজপ্রদেশে গভর্ণরদিগের কার্য্যসৌকর্য্যের জন্য এক একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভাও আছে। লেপ্টেনেণ্ট গভর্ণর ও প্রধান কমিশনর গভর্ণর জেনেরল কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া সম্রাট্ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। প্রদেশীয় গভর্ণমেণ্টকে বিচার, রাজস্ব, শিক্ষা, পুলিশ, জেল, পূর্ত্তকার্য্য ও রেজেষ্টারীসংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য বিভাগে কর্ত্তৃত্ব করিতে হয়।

বোম্বাই, মান্দ্রাজ, বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে বিচারকার্য্যের সুশৃঙ্খলার জন্য এক একটি হাইকোর্ট এবং পাঞ্জাবে একটি চিফ্ কোর্ট আছে। দেওয়ানি কার্য্যের জন্য প্রতি জেলায় জজ্, সবজজ্ ও কতকগুলি মুন্সেফ্ আছেন। জজ্গণ

প্রয়োজনানুসারে দায়রায় মোকদ্দমার বিচার করেন। ফৌজদারী কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য প্রতি জেলায় ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট, এসিষ্টাণ্ট, ডেপুটী ও সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ নিযুক্ত আছেন; এবং শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ বিভাগে ডিষ্ট্রীক্ট ও ডেপুটী-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইন্‌স্পেক্টর, সবইন্‌স্পেক্টর প্রভৃতি নিযুক্ত আছেন।

প্রধান বিচারপতিব্যতীত হাইকোর্টে প্রয়োজনানুরূপ কয়েকজন বিচারপতি নিযুক্ত আছেন। চীফ্ কোর্টেও কতিপয় বিচারপতি বিচার কার্য্য করেন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল্ এই সকল প্রধান বিচারালয়ে হয়। স্থান বিশেষ ও মোকদ্দমার গুরুত্ব অনুসারে এখানে নূতন মোকদ্দমাও রুজু হয়। ইংলণ্ডের প্রিভিকৌন্সিলে হাইকোর্টের মোকদ্দমার আপীল্ হইয়া থাকে। বেবন্দোবস্তী প্রদেশে হাইকোর্ট্ নাই। এখানে জুডিশিয়াল্ কমিশনরের বিচারনিষ্পত্তির আর আপীল নাই।

বন্দোবস্তী প্রদেশে জেলার সর্ব্বময়কর্ত্তা ম্যাজিষ্ট্রেট্ কালেক্টারের কার্য্যও করেন এবং বেবন্দোবস্তী প্রদেশে ইঁহাদিগকেই ডেপুটি কমিশনর বলে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ কালেক্টারগণ রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্য্যও ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার, মিউনিসিপালিটী, ডিষ্ট্রিক্টবোর্ড, পুলিশ, জেল, শিক্ষা, রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য ও ডাক্তারখানা প্রভৃতি জেলার যাবতীয় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। ডেপুটীকালেক্টরেরা ইঁহার সহায়তা করেন।

রাজস্ববিভাগ রেভিনিউবোর্ডের অধীন। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে এক একটী রেভিনিউবোর্ড্ আছে। ইহা ভিন্ন অন্য প্রদেশে প্রদেশীয় গভর্ণমেণ্টকেই রাজস্ববিভাগের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতে হয়। প্রতিবিভাগে রেভিনিউ-বোর্ডের অধীন এক এক জন কমিশনর আছেন। কয়েকটী জেলা লইয়া এক একটী বিভাগ হইয়াছে। কলেক্টর্ প্রভৃতি জেলার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর উপরেও কমিশনের কর্ত্তৃত্ব আছে।

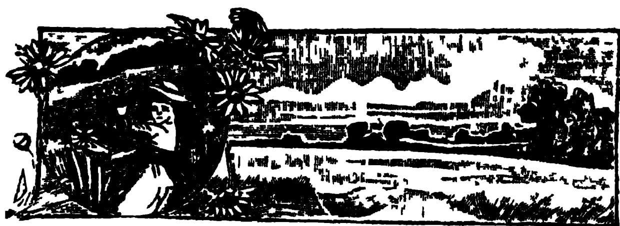
এতদ্ব্যতীত শিক্ষাবিভাগ, চিকিৎসাবিভাগ, স্বাস্থ্যবিভাগ, ইঞ্জিনিযারিং বিভাগ, কৃষিবিভাগ প্রভৃতি কয়েকটী বিভাগেও এক একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। তাঁহারা সহকারীদিগের সাহায্যে নিজ নিজ বিভাগের কার্য্য পরিদর্শন করেন। বিচার, রাজস্ববিভাগ প্রভৃতির প্রধান প্রধান কর্ম্মে সিবিলিয়ানেরাই নিযুক্ত। বিলাতে সিভিল্সার্ভিস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদিগকেই সিভিলিয়ান্ বলে। ইহা ভিন্ন ডাক্বিভাগ, সেনাবিভাগ, টেলিগ্রাফ্ প্রভৃতি যে সকল বিভাগ আছে, সবই ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের অধীন।

রাজ্যশাসনসংক্রান্ত কার্য্যের প্রতিবিভাগেই এক একজন সেক্রেটারী আছেন। সেক্রেটারীর কার্য্যবিভাগ হইতে সমস্ত আদেশ প্রচারিত হয়। সকল বিভাগের উচ্চকর্ম্মচারিগণ সেই আদেশানুসারে নিজ নিজ কার্য্য করেন। ভারতবর্ষীয় গভর্ণমেণ্টের কার্য্য সকল স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, পূর্ত্ত, ব্যবস্থা, রাজস্ব ও সৈনিক বিভাগের সেক্রেটারী দ্বারা পরিচালিত হয়।

গভর্ণর, লেপ্টেনাণ্ট্ গভর্ণর ও প্রধান কমিশনরের অধীন প্রদেশসমূহেও এইরূপ সেক্রেটারীদিগের কার্য্যবিভাগ আছে। কিন্তু প্রদেশীয় গভর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিচালনের জন্য তিন চারি জনের অধিক সেক্রেটারীর প্রয়োজন হয় না।

শাসনপ্রণালীর সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহেরই এই পুস্তকে উল্লেখ করিলাম।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিচারপ্রণালী।

এক্ষণে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের শাসনপ্রণালী কিরূপ উৎকৃষ্ট-তব বোধ হয সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। অতঃপর ইংবাজেব বিচারপ্রণালীর প্রতি সকলে একবার দৃষ্টিপাত করুন।

শ্যাম হত্যাপবাধে ধৃত হইয়া পুলিশকর্ত্তৃক ম্যাজিষ্ট্রেটেব বিচাবালযে প্রেরিত হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ বিচারপূর্ব্বক দণ্ডার্হ বোধ করিয়া তাহাকে সেসনসোপরদ্দ করিলেন। দায়রার জজ্ এ দেশীয জুরীদিগের সহিত ঐকমত্যে শ্যামের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। শ্যাম হাইকোর্টে আপীল্ করিল। আইনের কূটতর্ক-বলে সে হয়ত হাইকোর্ট হইতে খালাস পাইল। অথবা হাই-কোর্টেও যদি তার পূর্ব্বদণ্ডাজ্ঞা বাহাল থাকে, তাহা হইলে সে ছোটলাট, বড়লাট ও সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ ধরিয়া সম্রাটের নিকট

পর্য্যন্ত আবেদন করিতে পারে।* সে দোষী হইলেও উপরিতন রাজপুরুষের বিশেষ দয়ায় হয়ত প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইতেও পারে। এইরূপ আইনের কূটতর্কপূর্ণ দেওয়ানী মোকদ্দমারও বিলাতে প্রিভিকৌন্‌সিল্ পর্য্যন্ত আপীল্ হইয়া থাকে। এরূপও দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি ভারতীয় নিম্ন ও উচ্চ সকল আদালতে পরাস্ত হইয়া প্রিভিকৌন্‌সিলে জয় লাভ করিয়াছে। ব্রিটিশ্ গভর্ণমেণ্ট্ প্রজাদিগকে যেরূপ সমভাবে সুবিচার লাভের অধিকার সমর্পণ করিয়াছেন এবং প্রজারা এখন যেরূপ ন্যায্য বিচার লাভ করিতেছে, অন্য কোন রাজার রাজ্যে সেরূপ নাই, পূর্ব্বেও ছিল না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

দু' একজন হিন্দু ও মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের সময়ে সুবিচার প্রবর্ত্তিত থাকিলেও বিচারপদ্ধতি এরূপ ছিল না। অপিচ, মুসলমানশাসনকর্ত্তাদিগের সময়ে যে অবিচার হইত, তাহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অবিচার হইত বলিয়াই এখনও কোন বিচারকের অন্যায় বিচার দেখিলে "কাজীর বিচার হইল" লোকে বলিয়া উঠে। মুসলমানের সময়ে কাজী সকল বিচার করিতেন। তিনি স্বেচ্ছানুসারে কখন দোষীর প্রতি প্রসন্ন হইলে ছাড়িয়া দিতেন, অপ্রসন্ন হইলে নির্দ্দোষীকেও দণ্ড দিতেন। কাজীরা কখন উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কখন বা ধর্ম্মান্ধ হইয়া হিন্দুকে শাস্তি দিবার জন্য এরূপ বিচার বিভ্রাট করিতেন।

* আজ কাল সম্রাট্ পর্য্যন্ত আপীল করা হয় না।

নবাব মুরসিদকুলিখাঁর সময়ে কোন হিন্দুজমিদারের বাড়ীতে একটি ফকির ভিক্ষার জন্য গিয়া কর্কশ বাক্য ও নানারূপ অসদব্যবহারে জমিদারকে এরূপ বিরক্ত করিল, যে জমিদার তাহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। ফকির জমিদারের বাড়ীর সন্নিকটেই রাস্তার উপরে ইটের প্রাচীর দিয়া তাহার মসজিদ নাম দিল এবং মুসলমানদিগকে সেই স্থানে উপাসনার জন্য ডাকিতে লাগিল। রাস্তার উপরে পূর্ব্বোক্ত জমিদারকে দেখিলে সে চীৎকার করিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল। অবশেষে জমিদার ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাচীর ভাঙ্গাইয়া ফেলিলেন। ফকীর জমিদারের বিরুদ্ধে কাজী মহম্মদসেরিফের নিকটে নালিশ করিল। কাজীর বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। নবাব তাহাতে প্রীত না হইয়া ঐ হিন্দু জমিদারের প্রাণদণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্য দণ্ড দিবার জন্য বিচারককে বলিলেন। কাজী তাহাতে সম্মত হইল না। এমন কি, সেই জমিদারের জীবন রক্ষার জন্য বাদশাহের পুত্র বিশেষ চেষ্টা করিলেও কোন ফল হয় নাই। কাজী নিজ হস্তে জমিদারের মস্তক ছেদন করিল, পরে আরঙ্গজেবের দেহান্তে কাজী নিজের ভাবী বিপদ্ আশঙ্কায় ঐ জমিদারের বিচারসংক্রান্ত সব কাগজ পত্র নষ্ট করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করে।

মুসলমান রাজত্বকালে এইরূপ "কাজীর বিচার" কত হইয়া গিয়াছে তার ইয়ত্তা নাই। ইংরাজের রাজ্যে এরূপ অবিচার কি দেখিতে পাওয়া যায়? যদি কখন কোন নিম্ন আদালতে

অবিচার হয়, আপীল করিয়া তার অন্যথা হইতেছে। সকল প্রজারই বিলাত পর্য্যন্ত আপীল করিবার অধিকার আছে। শাসনকর্ত্তাকেও বিচারকার্য্য বিশেষ সংযতভাবে করিতে হয়, না করিলে তিনিও উপরিতন গভর্ণমেণ্টের নিকটে অপদস্থ হন। বোধ হয় অনেকেই জানেন, কিছুদিন পূর্ব্বে কোন সিভিলিয়ান্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব একটি আদেশ দেওয়ায় কোন জমিদারের বিশেষ ক্ষতি হয়। সে জন্য ঐ জমিদার উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে নালিশ করিলে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকেও কিছু অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল। মুসলমান-রাজত্বে অবিচার করার জন্য কাজীর কি কখন অর্থদণ্ড হইয়াছে? অথবা ইংরাজ ভিন্ন অন্য কোন রাজার রাজ্যে কি কখন এরূপ সুবিচারের আশাও করা যাইতে পারে? যে ইংরাজ জেলার সর্ব্বময় কর্ত্তা স্বজাতীয় ম্যাজিষ্ট্রেটকেও দণ্ড দিতে কুণ্ঠিত নহেন, সে জাতির তুল্য ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা আর কোথায় আছে? মার্কিনদিগের সভ্যতার পক্ষপাতিগণ, তদ্দেশীয় বিচারপদ্ধতি কিরূপ একবার বিবেচনা করুন।

আমেরিকায় লীঞ্চ-ল (Lynch Law) প্রচলিত আছে। আমেরিকায় ভারতের ন্যায় শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ উভয় শ্রেণীর লোকই বাস করে। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গে কখন বিবাদ উপস্থিত হইলে কৃষ্ণাঙ্গ যদি রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়, অথবা বিচার চলিতেছে এমত সময়ে কৃষ্ণাঙ্গকে যদি হাজতে রাখা হয়, শ্বেতাঙ্গ সকল দলবদ্ধ হইয়া কারাগার বা হাজত হইতে কৃষ্ণাঙ্গকে বল

পূর্ব্বক বাহিরে আনে এবং সাধারণ স্থানে তার দেহ টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলে। এইরূপ অন্যায় বলপ্রয়োগে নির্দ্দয়-ভাবে কৃষ্ণাঙ্গের প্রাণ নাশ করিলেও শ্বেতাঙ্গের কিছুই হয় না। ইহার নামই লীঞ্চ-ল বা ইচ্ছাতন্ত্রতা। যাঁহারা মার্কিনদিগকে সুসভ্য বলিয়া সুখ্যাতি করেন, মার্কিনের দেশে প্রচলিত এরূপ নৃশংস ব্যবহার দেখিয়া তাহাদিগকে রাক্ষস ভিন্ন আর কি বলিতে পারেন ? আর পক্ষান্তরে ইংরাজের ন্যায়দর্শিতা ও সুবিচার-পদ্ধতি দেখিয়া কে না তাঁহাদিগকে দেবতা বলিবে ?

আমাদিগের ভক্তিভাজন সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডও যুবরাজ অবস্থায় সামান্য অপরাধের জন্য জরিমানা দিয়াছিলেন। প্রধান মন্ত্রীকেও মটরকার্ দ্রুত চালাইবার জন্য জরিমানা দিতে হইয়াছিল। ন্যায়বান ইংরাজের চোখে শাসনকর্ত্তা সামান্য প্রজা সকলেই সমান। সকলেই নিয়মের বশবর্ত্তী। নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সকলকেই দণ্ডভোগ করিতে হয়।

কেহ কেহ বলেন, "ইংরাজের রাজ্যে সুবিচার পাইতে হইলে প্রজাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। বিচারকার্য্যে এরূপ ব্যয় কখনও ছিল না'। ১০৲ টাকা আদায়ের জন্য মোকদ্দমা করিলে লোকের ১০০৲ টাকার উপর খরচ হয়। ফৌজদারী মোকদ্দমাও বহু ব্যয়সাধ্য। সে জন্য অনেক গরীবলোকে মোকদ্দমা করিতেই শঙ্কিত হয়"।

আজকাল মোকদ্দমায় যে বেশী খরচ হয় কে ইহা অস্বীকার করিবে ? মোকদ্দমার যাবতীয় অতিরিক্ত খরচের জন্য কি

আমাদের গভর্ণমেণ্ট দায়ী ? গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে ষ্ট্যাম্প বা কোর্টফীর মূল্য কমাইতে পারেন বটে, কিন্তু উকীল মোক্তারের ব্যয়সম্বন্ধে কি করিতে পারেন ? আমার মতে এদেশের লোকের মোকদ্দমায় বেশী ব্যয় হওয়াই উচিত। কারণ, অনেকেই ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে কোন উপায়ে প্রতিপক্ষকে জব্দ করিবার জন্য মোকদ্দমা রুজু করে। সুতরাং, মিথ্যা অভিযোগ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহাতে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গের মত ফল হইলেও, অভিমান বা অবমাননার বশে লোকে এত উত্তেজিত হয়, যে নিজের ভাবী অপকার মনেই করিতে পারে না। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া প্রধান উকীল বা ব্যারিস্টারকে নিযুক্ত করিয়া কিরূপে তার জেদ বজায় থাকে, সর্ব্বতোভাবে তার চেষ্টা করে। এইরূপেই মোকদ্দায় অধিক খরচ হইয়া পড়ে। কোন কোন মোকদ্দমায় বাদী ও প্রতিবাদীর উপরে নিজপক্ষ সমর্থন করিবার অধিকার থাকিলেও কোন্ মোকদ্দমা উকীল বা মোক্তার দ্বারা চালিত না হইতেছে ? তবে গরীব লোকে দেওয়ানী মোকদ্দমা পাঁপরে অর্থাৎ বিনা খরচে করিতে পারে এরূপ ব্যবস্থাও আছে।

পক্ষান্তরে লোকে ক্রুদ্ধ হইয়া মনোবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই যখন মোকদ্দমা করে, তখন উহা সখের জিনিস বলিতে হইবে। সখের জিনিসের জন্য কিছু বেশী ব্যয় হইলে সুখের সহিত সকলের তাহা সহ্য করা উচিত। যদি পূর্ব্বের মত এখন অল্প ব্যয়ে মোকদ্দমা নিষ্পন্ন হইত তাহা হইলে এই কলির শেষে

কলহপ্রিয় লোকে মোকদ্দমা করিয়াই সারাজীবন কাটাইত, আর নূতন নূতন উদ্ভাবিত মিথ্যা মোকদ্দমার জ্বালায় ব্যবহারাজীবী ও বিচারক উভয়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। ফৌজদারী কোর্টের ৩৫২ বা ৫০০ ধারার অন্তর্গত মোকদ্দমাগুলিও বিশেষ সখের জিনিস্। ২০৲ টাকার কম মূল্যের কোর্টফীতে ওরূপ সখের মোকদ্দমা রুজু যেরূপে না হয়, গভর্ণমেণ্টের এরূপ ব্যবস্থা করা বরং যুক্তিসঙ্গত।

আমার মতে সখের জিনিস মাত্রেরই উপরে গভর্ণমেণ্টের বেশী ট্যাক্‌স ধার্য্য করিয়া দরিদ্র প্রজাদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য লবণের ট্যাক্‌স তদনুপাতে কমান উচিত। আবকারীও সখের জিনিসের মধ্যে। উহার ট্যাক্‌স খুব বর্দ্ধিত করিলে ভাল হয়। মদ, গাঁজা, অহিফেন প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া গেলে সাধারণ লোকে ওরূপ অখাদ্যের দিকে আর তাকাইবে না। যাহা হউক, ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট নিজের দেশের অবস্থা বুঝিয়া ভারতীয় প্রজাদিগকে সুশিক্ষা দিবার জন্যই মোকদ্দমার এরূপ ব্যয় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বিলাতে ষ্ট্যাম্প বা কোর্টফীর মূল্য ভারতবর্ষ অপেক্ষা অল্প। অথচ সেখানে ধনীর সংখ্যা খুব বেশী। এই জন্য বিলাতে প্রতি ২৪ জনের মধ্যে একজন মামলাবাজ আর দরিদ্রবহুল ভারতে মোকদ্দমায় বেশী খরচ হয় বলিয়াই, ১৪০ জনের মধ্যে একজন মোকদ্দমা করে। ভারতে মোকদ্দমার খরচ আর কিছু বর্দ্ধিত হইলে মোকদ্দমার সংখ্যা আরও কমিতে পারে। লোকেও শান্তভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি গৃহকার্য্য করিতে সমর্থ হয়। গভর্ণ-

মেণ্টের ইচ্ছা, মোকদ্দমা করিবার পূর্ব্বে বাদী ও প্রতিবাদী উভযেই পূর্ব্বে গ্রামস্থ লোকদ্বারা বিবাদ মিটাইয়া ফেলে। এইজন্য গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্বের মত আবার গ্রামে গ্রামে মণ্ডলাধিকারের পুনঃ প্রবর্ত্তনে চেষ্টা করিতেছেন। গভর্ণমেণ্টের সৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া অনর্থক নিন্দা করা কি বিজ্ঞতার কার্য্য ?

পরাধীন অবস্থায় তামসী বৃত্তির আধিক্যে পরনিন্দা করা স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়ে। অভাবগ্রস্ত হইলেই স্বভাব নষ্ট হয়, ইহা সত্য। কত পত্রিকায় রাজকার্য্যের তীব্র সমালোচনা হইতেছে, রাজপুরুষের প্রতি বিদ্রূপ ও কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করিতেও ক্রুটি হইতেছে না, তাহাতে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট এতাবৎ কাল ভ্রূক্ষেপও কি করিয়াছেন ? লোকে যখন সমালোচনার সীমা অতিক্রম করিয়া বাড়াবাড়ি করিতে লাগিল, তখন ইংরাজের দৃষ্টি পড়িল। রীতিমত প্রমাণ দ্বারা দোষী প্রমাণিত হইলে তবে তাহার দণ্ড হয়। বিচারকের সাক্ষাতে হত্যা করিলেও যতক্ষণ সাক্ষী দ্বারা হত্যাকারী প্রমাণিত না হইতেছে ততক্ষণ সে দণ্ডিত হইতে পারিবে না। অন্য কোন রাজার রাজ্যে এরূপ ন্যায় বিচারের আশা করা যাইতে পারে কি ?





ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন।

ন্যায়পরায়ণ ইংরাজ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে আমাদিগকে পালন করিয়া সুখে রাখিয়াছেন। এই বিশাল ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণ এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি কত বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকে বাস করে তার ইয়ত্তা নাই। সকলেই ইংরাজের রাজ্যে আপন আপন ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্য করিতেছে। ইংরাজ পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলমান শাসনকর্ত্তার ন্যায় স্বীয় ধর্ম্মে কাহাকে বলপূর্ব্বক দীক্ষিত করেন না। ইংরাজ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়া হিন্দুর দেব মন্দির, বৌদ্ধের মঠ, মুসলমানের মসজিদ্ ও খৃষ্টানের ভজনালয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। কখন কোনটীর অব্যবস্থা হইলে তাহার সুব্যবস্থা বিষয়ে মনোযোগী হইতেছেন। এই সৎ কার্য্যের জন্য প্রয়োজন মত অর্থ সাহায্য করিতেও ত্রুটি করেন না। পরন্তু কোন

ধর্ম্মকার্য্য বা দেবমন্দিরের উপরে ইংরাজ কখনও নিজে হস্তক্ষেপ করেন না। কোন স্থানে মোহান্ত বা পাণ্ডা অন্যায় করিলে দেশীয় তত্বদ্ধর্ম্মাবলম্বী সুযোগ্য লোকদিগকে তথায় নিযুক্ত করিয়া তীর্থযাত্রীদিগের সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছেন। চন্দ্রনাথ ও জগন্নাথ মন্দিরের বর্ত্তমান সুব্যবস্থা দেখিলে কে না ইংরাজের উপরে প্রীত হইবে?

নীচ জাতীয় লোকের মধ্যে কেহ সুশিক্ষিত হইলে ইংরাজ তাহারও আদর করিয়া থাকেন। ইংরাজ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে অপক্ষপাতে সুশিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করেন। তবে উচ্চ কার্য্যপ্রদানসময়ে গভর্ণমেণ্টের নিকটে বংশমর্য্যাদাও উপেক্ষিত হয় না, প্রত্যুত উহাকেও একটি অন্যতম গুণের মধ্যে গণনা করা হয়।

ইংরাজের রাজ্যে ভারতীয় প্রজা শিক্ষিত হইলেও ইংলণ্ডের প্রজার ন্যায় সকল বিষয়ে সমান অধিকার পায় না বলিয়া অনেকেই দুঃখ করেন এবং এই জন্য ইংরাজকে স্বার্থপর, অহঙ্কারী, কুটিল ও বিজাতীয়ের প্রতি ঘৃণাকারী বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। স্বার্থপরতা, অহঙ্কারিতা প্রভৃতি দোষও কখন কখন গুণের মধ্যে পরিগণিত হয়। যিনি নিজ মর্য্যাদা না বুঝিতে পারেন, তিনি কখনই জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে পারেন না। নিজ শক্তি ও মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলেই লোককে অহঙ্কারী হইতে হইবে। সংসারে উন্নতিশীল ব্যক্তির এই অহঙ্কার, গুণের পরিচায়ক। বিশ্বজেতা রাজা বা প্রধান রাজপুরুষদের ত-

উহা অলঙ্কার। সামান্য লোকের সঙ্গে মন খুলিয়া ব্যবহার করিলে প্রধান রাজপুরুষদিগের কি বাতুলতা প্রকাশ হইবে না? ব্যক্তিগত স্বার্থপরতাই দূষণীয়। উহা জাতিগত বা দেশ-গত হইলে গুণের মধ্যে পরিগণিত হয়। স্বজাতিবৎসল ইংরাজকে স্বার্থপর কখনই বলা যাইতে পারে না।

অপিচ কুটিলতা রাজনীতির প্রধান অঙ্গ। পূর্ব্বে ভারত-বর্ষে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ চাণক্যও কৌটিল্যনীতিপ্রয়োগে নন্দ-বংশ ধ্বংস পূর্ব্বক চণ্ডগুপ্তের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। মনে কর, সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ ভারতের সর্ব্বময় কর্ত্তা। এদেশের প্রজাসাধারণ ভারত গভর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যদি জানায়, সারল্য ও কৌটিল্য এই দুই নীতিপথের মধ্যে তাঁহার কোন্‌টি অবলম্বনীয়? তিনি যদি ভারত গভর্ণ-মেণ্টের ব্যবস্থা রদ করিয়া প্রজাদিগের প্রার্থনামত কার্য্য করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সরল পথই প্রশস্ত। অন্যথা তাঁহার কৌটিল্য প্রকাশ ভিন্ন আর উপায় কি? ভারত গভর্ণমেণ্টের পদগৌরবের দিকে লক্ষ্য করিলে স্থলবিশেষে প্রজার প্রার্থনায় সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের ভারত গভর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারিত বিষয়ে কোনরূপে বাধা দেওয়া উচিত নহে। সেরূপ করিলে আত্ম-মর্য্যাদাসম্পন্ন উচ্চবংশীয় সুশিক্ষিত লোক ভারতে রাজপ্রতি-নিধির ভার গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইবেন। অপিচ প্রজাদিগকে কর্কশবাক্যে হতাশ করাও তাঁহার সঙ্গত নয়। সেরূপ বাক্যে প্রজা সাধারণের হৃদয়ে আঘাত লাগিতে পারে, এবং তাহা দ্বারা

শান্তি ও সুশাসনের পথ কঠিন হইতে থাকে। এই জন্য মহা-জ্ঞানী বেকন বলেন, "বিরক্ত ও কর্কশভাবে আব্দার রক্ষা করা অপেক্ষা মধুর আশাপ্রদ বাক্যে প্রত্যাখ্যান করা প্রশস্ত।" সুতরাং প্রজাদিগের আবেদনের উত্তরে সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ 'বিবেচনা করা যাইবে' ভিন্ন কি আর বলিতে পারেন ? মুখের উপর কর্কশ বলা বড় কঠিন। দেখ ভাই ! বাড়ীর পরিজনবর্গ যদি তোমার নিকটে কিছু প্রার্থনা করে, আর যদি সে অনুগ্রহ প্রকাশে তোমার অনিচ্ছা থাকে, অথবা যে কারণেই হউক তুমি যদি ঐ প্রার্থনা পূরণ করা অসঙ্গত মনে কর, মুখের উপরে তাহাকে 'করিব না' এরূপ কর্কশ বাক্য বলিতে পার কি ? অবশ্যই তোমাকে বলিতে হইবে "এ বিষয়ে বিবেচনা করিয়া পরে বলিব।" ঘরে ঘরে যখন এরূপ কৌটিল্য দেখা যাইতেছে, তখন এই বিশাল সাম্রাজ্যে সুশৃঙ্খলারক্ষার জন্য ইংরাজ সময়ে সময়ে কৌটিল্য-নীতি যে অবলম্বন করিবেন বিচিত্র কি ? ইংরাজদের মধ্যে কেহ কেহ* বিজাতীয়দিগের প্রতি অনাত্মীয়ভাব প্রদর্শন করিতে পারেন। কিন্তু আমার মতে ঐরূপ ব্যবহার দ্বারা এদেশের প্রভূত উপকার হইতেছে। এইরূপে বিজিত ও বিজেতৃভাব আমাদের মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিলে আমাদিগের অনেক বিষয়ে সুশিক্ষা হইতে পারিবে। আকবর ভারতবাসীদের সহিত যেরূপ ভাবে মিশিতেন, এবং তাহাদিগের সহিত ধর্ম্মাদিবিষয়ে আলোচনা

---

* অবশ্য সকলেই নহেন। কারণ আমি অনেক সিভিলিয়ান, বণিক্ ও পাদ্রি সাহেবের সঙ্গে মিশিয়া কখন এ ভাব তাঁহাদিগের মধ্যে দেখি নাই।

করিতেন, ইংরাজ মাত্রেই আমাদিগের সহিত সেরূপ ভাবে মিশিলে দেশের যে সমূহ ক্ষতি হইত, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিকে স্বীকাব করিতে হইবে। এদেশীয় ব্যক্তিগত ও সাম্প্রদায়িক সর্ব্ববিধ বিরোধ হইতে সুদূরে না থাকিলে শাসনকর্ত্তাদের অপক্ষপাতিতা রক্ষা করা অনেক সময় দুরূহ হইয়া পড়ে। বেকন বলিয়া গিয়াছেন "বাজা যদি দলবিশেষের দিকে আকৃষ্ট হন, তাহাতে রাজ্যের মহা অমঙ্গল হইতে পারে।" এ কথা যদি রাজার সম্বন্ধে সত্য হয়, রাজজাতির সম্বন্ধেও তদ্রূপ সত্য। বেশী মিশিতে গেলেই কোন কোন ব্যক্তির ও দলের দিকে বেশী টান হওয়া স্বাভাবিক। এই রূপ হইলে ক্রমে ক্রমে ন্যায়বান্ ইংরাজেব চরিত্র পক্ষপাতিতাদোষে কলুষিত হইয়া পড়িবে।

ভারতীয় প্রজা ও ইংলণ্ডের প্রজার অধিকারপ্রদান বিষয়ে তাবতম্য করাব কারণ ইংরাজের জাতিগত বা ব্যক্তিগত দ্বেষ নহে, ভারতবষে থাকিয়া আমরা যে কার্য্য করিতে পারি না, ইংলণ্ডে যাইলে অনাযাসে তাহা করিতে পারি। বিলাতবাসী ভারতসন্তান ইংবাজের ন্যায় অনেক বিষয়েই তুল্য অধিকার পাইয়া থাকেন। সুতরাং আধার বিশেষে অধিকারের তারতম্য দেখা যাইতেছে। আন্তরিক জাতীয় বিদ্বেষবশতঃ পরাধীন ভারতসন্তানের জন্য ভারতবর্ষে আইন প্রবর্ত্তিত হইলে, বিলাতবাসী ভারতসন্তানের জন্যও অন্যরূপ ব্যবস্থা হইতে পারিত। বিজিতদেশ ও বিজেতার দেশ উভয়ের মধ্যে শক্তির তারতম্য চিরপ্রসিদ্ধ। সেই জন্য ভারত ও ইংলণ্ডের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। অপিচ, ইংলণ্ডভূমিতে ভারত-

বাসী কেন, যে কোন বৈদেশিক প্রজা জন্মগ্রহণ করিলে এখনও ব্রিটিশবাসী (British born) ইংরাজ প্রজার ন্যায় সকল সুবিধা পাইতে পারে এরূপ বিধি আছে। ন্যায়বান্ ইংরাজ ইহা ব্যবস্থাপিত করিয়া কি স্বজাতির ঔদার্য্য প্রকাশ করেন নাই? সম্প্রতি আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এইরূপ বিধান হইয়াছে যে, উক্ত রাজ্যে কোন বৈদেশিক জন্মগ্রহণ করিলে সে ব্যক্তি আমেরিকা-বাসীর প্রাপ্য সকল অধিকার পাইতে পারিবে না। আমেরিকাও সুসভ্য দেশ। অনেকেই তাঁহাদের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিযা থাকেন। এক্ষণে অমেরিকাবাসীর সহিত তুলনায় ইংরাজেব ঔদার্য্য কি অধিকতর প্রশংসনীয় নহে?

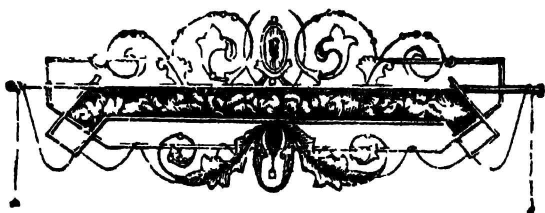
ইংরাজের সহিত রাজা-প্রজাভাবে ও বিজেতৃবিজিতভাবে মিশিয়া পরস্পরের মনে প্রীতি সম্বর্দ্ধিত হইলে ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের প্রজার ন্যায় ভারতবাসীরাও যে অনেক ন্যায় স্বত্ব পাইত না, এবং সংযত ভাবে ব্যবহার করিলে এখনও যে পাইবে না তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু বিজিত হইয়া বিজেতার সঙ্গে বিবাদপূর্ব্বক অধিকারবৃদ্ধির প্রয়াস বিড়ম্বনা নয় কি? রাজাকে অসন্তুষ্ট করিয়া কে কোথায় কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারিয়াছে?

যে শিক্ষার প্রভাবে আজ ভারতবাসী ইংরাজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে দণ্ডায়মান, সেই সুশিক্ষালাভের জন্যও কি গুরু ইংরাজের নিকটে চিরকাল নম্রভাব প্রদর্শন করা উচিত নয়? ভারতবাসী বৈদেশিক রাজার নিকটে যে সকল উপকার

পাইয়াছে, তজ্জন্যও তাহার কি চিরকৃতজ্ঞ থাকা কর্ত্তব্য নয়? ইংরাজের শাসনপদ্ধতির এরূপ ন্যায়পরতা সন্দর্শনেও কাহাকেও কাহাকেও ইংরাজের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বিরক্ত হইতে দেখা যায়। বিজিত লোকের বিজেতৃজাতির প্রতি দ্বেষ অস্বাভাবিক নহে। তবে জেতার গুণসমূহ দ্বারা সেই দোষ প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। বিষ্ণুর অবতার রামচন্দ্র অলৌকিক ন্যায়পরতা গুণে প্রজাদিগকে সুখী করিলেও কেহ কেহ সীতার চরিত্রগত মিথ্যা অপবাদ তুলিয়া তাঁহাকে মর্ম্মস্পর্শী ক্লেশ প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। বন্ধু সুগ্রীবের চিরশত্রু বালিবধের জন্যও সুতীব্র বাক্য এখনও রামের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং মানব-ইংরাজের সুশাসনপ্রণালীর মধ্যে প্রকৃত বা কাল্পনিক দোষের প্রতি লোকে যে তীব্র কটাক্ষ করিবে বিচিত্র কি? অপিচ, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এক সময়ে তাঁহার পরিচিত একটী ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন 'মহাশয় অমুক আপনার সর্ব্বদাই নিন্দা করে'। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন 'কই আমি তো তাহার কিছু উপকার করি নাই'। বস্তুতঃ এই কলির শেষে উপকৃত ব্যক্তিই উপকারীর নিন্দা করিয়া থাকে। আজ ভারতবাসী ইংরাজের নিকটে যদি পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক না পাইত, তাহা হইলে ইংরাজের সহিত সাম্যলাভে প্রয়াসও করিত না এবং তজ্জন্য হতাশ হইয়া এরূপ বিরক্ত হইত না। বর্ত্তমান্ শাসনপ্রণালীর নিন্দা বা সমালোচনা করিবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ করা

উচিত। কিন্তু একালের লোক সে অবস্থা হইতে এত দূরে যে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেও সমর্থ হয় না। সে কালের বৃদ্ধেরাও কেহ জীবিত নাই যে সে সকল কথার সম্যকরূপে আলোচনা হইতে পারে।





সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুর্ভিক্ষ।

অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যের অভাব হইলেই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। কেহ কেহ এই দুর্ভিক্ষের কারণ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট্ এইরূপ নির্দ্দেশ কবিতেও কুণ্ঠিত হন না। বিশেষ অনুন্ধান না করিয়া দুর্ভিক্ষের জন্য গভর্ণমেণ্টের দোষ দেখান কি বিজ্ঞের কার্য্য? কোন্ রাজার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হয় নাই? ত্রেতাযুগে লোমপাদের রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান রাজাদিগের রাজত্বকালেও বহুবার দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ দুর্দৈব নিবন্ধন হয়, তাহার জন্য রাজার দোষ দেওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, রাজা যদি তার প্রতিকারবিষয়ে চেষ্টা না করেন, এবং রাজার ঔদাসীন্যবশতঃ যদি প্রজা নষ্ট হয়, তজ্জন্য রাজা অবশ্য দায়ী। সে জন্য রাজাকে সহস্রবার বলা যাইতে পারে। রাজার নিকটে বিনয়পূর্ব্বক সকল বিষয়ের অভিযোগ "করা আমাদের শাস্ত্র-

সম্মত। অবিনয় ও ঔদ্ধত্যসহকারে রাজার দোষ দেখান কখনও উচিত নহে। যাঁহার হস্তে প্রভুশক্তি, তাঁহার নিকটে অবিনয় আচরণ দ্বারা উপকারের পরিবর্ত্তে অপকার হওয়ারই সম্ভাবনা। সেরূপ অপকার ঘটিলে নিজের নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিয়া লজ্জিত হওয়া উচিত। চাণক্যের নীতিবলে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য পাইলেন। তথাপি, চাণক্য তাঁহারই স্থাপিত রাজার নিকটে সর্ব্বদা আজ্ঞাবহ থাকিতেন। আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে রাজা যখন দিক্পাল বা বৈষ্ণবী শক্তির আধার, তখন সকলকেই সেই ভাবে তাঁহাকে মান্য করিয়া চলিতে হইবে। অশিষ্টাচারের কথা ত দূরে, যেরূপে রাজা বা উপরিতন রাজকর্ম্মচারী প্রজার প্রতি সর্ব্বদা প্রীত থাকেন, সর্ব্বতোভাবে তাহার অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটি দেশীয় লেখকের মন্তব্যের মর্ম্ম উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টিনিবন্ধন শস্যক্ষয় দুর্ভিক্ষের কারণ নহে। অনাবৃষ্টি হইলেও দুই সহস্র বৎসর মধ্যে ভারতব্যাপী অনাবৃষ্টি কখনও হয় নাই। কোন স্থানে না কোন স্থানে বৃষ্টি হইয়া পর্য্যাপ্ত শস্য হইয়াছে। ভারতের এক চতুর্থাংশ ভূমিতে শস্য উৎপন্ন হইলে দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রদেশসমূহের অধিবাসীদিগের অনশনজন্য মৃত্যু অনায়াসে নিবারিত হইতে পারে। দেশের সর্ব্বত্র রেলপথবিস্তার হওয়ায় এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে শস্য অল্প সময়ের মধ্যে প্রেরিত হইতে পারে। ভারতে স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি হইলেও স্থান বিশেষে শস্য না

জন্মাইলেও কোন কোন স্থানে যে শস্যরাশি উৎপন্ন হয়,সেই শস্য সকল রীতিমত দেশের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে সকলের আহার জুটিতে পারে। কিন্তু ভারত ভিন্ন অনেক দেশ আছে, যেখানে প্রচুর শস্য হয় না। বিলাতেই কৃষিযোগ্য ভূমির অত্যন্ত অভাব। তথায় শস্যাদি রীতিমত উৎপন্ন হইলে, তাহা দ্বারা সমগ্র ইংলণ্ড-বাসীর ৯১ দিনের অধিক উদর পূরণ হয় না। তথাপি সমস্ত বৎসর ইংলণ্ডবাসীকে অনশনে যাপন করিতে হয় না। জার্ম্মা-নির অবস্থাও অনেকাংশে ইংলণ্ডের মত। জার্ম্মানবাসীরাও স্বদেশোৎপন্ন শস্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে তাঁহাদের ১০২ দিন অন্নাভাব ঘটিত। হল্যাণ্ড, মার্কিন প্রভৃতি দেশেও সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি ঘটিয়া শস্যের ব্যাঘাত হয়। তথাপি, সে সকল দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে শুনা যায় না। দেশে শস্যাভাব হইলেই যে দুর্ভিক্ষ হইবে এরূপ কথা অসঙ্গত। দৈবের বিড়ম্বনায় অন্নকষ্টের সম্ভাবনা হইলে, সভ্যজাতি মাত্রেই দূরদেশ হইতে শস্য আনয়ন করিয়া প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া থাকেন। ভারত-বর্ষ হইতে প্রতিবৎসর ১৬॥ কোটি টাকার গোধূম ও তণ্ডুলাদি সমুদ্রপথে ঐ সকল দেশে গিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগের জীবন রক্ষা করিতেছে। ইউরোপীয়গণ বহুদূরবর্ত্তী ভারত হইতে শস্য লইয়া আপনারা জীবন রক্ষা করিতেছেন। আর ভারতের সন্তা-নেরা শস্যের কাছে থাকিয়া অন্নাভাবে দলে দলে মরিতেছে। ভারতবাসীর ধন বলের অভাবই এদেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ঘটনার প্রধান কারণ।”

· এ বিষয়ে আমার এই বক্তব্য যে, যখন যুগ যুগান্তর দুর্ভিক্ষের গতি অনিবার্য্য হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে অনেক দরিদ্র প্রজার অসময়ে জীবন নাশ ঘটিয়াছে। যখন এদেশে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ছিল, দেশের টাকা দেশে থাকিত, তখন দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত কেন? যখন এদেশের প্রায় ঘরে ঘরে গোলাপূর্ণ ধান্য ছিল, দেশের লোকে বিশেষ বদান্যও ছিলেন, তখন দুর্ভিক্ষে লোক মরিত কেন? ধনবলের অভাবই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ এ কথা সকলেরই স্বীকার্য্য। তা বলিয়া দেশের সমুদয়লোকত আর ধনী হইতে পারে না? শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হইলে, দরিদ্র লোকে তাহা ক্রয় করিতে পারে না বলিয়াই অন্নের অভাবে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। প্রাকৃতিক নিয়মেই মেঘাদি হইয়া যথাকালে তাহা হইতে বৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথা হওয়া বিচিত্র নহে। পৃথিবীর তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। যেবারে সমুদ্রের উপরে অধিক বৃষ্টিপাত হয়, সেবারে স্থলের উপরে স্বল্প বর্ষণ হওয়া অসম্ভবপর নয়; এবং ইহার বিপরীত হইলে অতিবৃষ্টি ও হইতে পারে। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি নিবন্ধন শস্যাদির ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। শস্যাদির ক্ষয়ে উহা বহুমূল্য হইলে দরিদ্র-বহুলদেশে দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। এদেশে ব্রাহ্মণের সংখ্যা বেশী, ব্রাহ্মণের শাসনেই এদেশ বরাবর সুশাসিত হইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে বর্ণগত ও বিদ্যাগত প্রাধান্য ব্রাহ্মণেরই ছিল। অনেক ব্রাহ্মণেই সংসারের অনিত্যত্বজ্ঞানে ভিক্ষাবৃত্তি, শিলোঞ্ছবৃত্তি বা

সামান্য রাজদত্ত বৃত্তি দ্বারা সন্তুষ্ট মনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার চরিত্র অনুকরণে এদেশীয় অনার্য্যদিগের মনেও ভিক্ষাবৃত্তির উৎকৃষ্টতা উপলব্ধি হওয়ায় এদেশে অলস ভিক্ষুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র লোকেই যে বেশী মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য।

যে বারে ভারতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন না হইবে, সে বারে ইংরাজ কি ভারতীয় দরিদ্র প্রজার রক্ষার জন্য ভারত হইতে শস্য রপ্তানি করা একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন? আর তাঁহারা স্বদেশোৎপন্ন শস্য ৯১ দিন খাইয়া অবশিষ্ট দিন কি বায়ুভক্ষণ করিয়া থাকিবেন? না—ভারতের জন্য সদলবলে না খাইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন? ভাল, ইংরাজ আমাদের রাজা, ভারতীয় প্রজার রক্ষার জন্য ভারতের উৎপন্ন শস্য ইংলণ্ডে না লইয়া গিয়া যে কোন উপায়ে ইংলণ্ডের জীবন রক্ষা করিলেন। জার্ম্মানেরা তাহা শুনিবে কেন? তাঁহারা ভারত হইতে প্রভূত মূল্য দিয়া শস্যরাশি ক্রয় করিয়া স্বদেশ পূর্ণ করিয়া ফেলিবেন। শস্য রপ্তানির বন্ধের জন্য ইংরাজ যদি রপ্তানি শস্যের উপরে অতিরিক্ত শুল্কও নির্দ্ধারণ করেন, যাহারা অধ্যবসায়ী, যাহাদের দেশে দ্রব্য অপেক্ষা অর্থ সুলভ, তাহারা অতিরিক্ত মূল্য দিয়া অনায়াসেই যে শস্যরাশি ক্রয় করিবে, আশ্চর্য্য কি? তখন ইংরাজ আর কি করিতে পারেন? ভারতীয় ভ্রাতারা যখন ভূমির কর্ষক, উৎপন্ন শস্যরাশির প্রভু, এবং তাহারাই যখন শস্যের উচিত মূল্য লইয়া বৈদেশিকদিগকে শস্য বিক্রয় করিতেছে, তখন তাহার

জন্য ইংরাজ কেন দায়ী ? ইংরাজ যদি বলপূর্ব্বক অল্প মূল্যে বা বিনা মূল্যে শস্য সংগ্রহ করিয়া স্বদেশে বা অন্য দেশে শস্য রপ্তানি করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উপরে এ দোষ দেওয়া যাইতে পারিত। পক্ষান্তরে, ভারতীয় দরিদ্র প্রজার প্রাণরক্ষা বিষয়ে এদেশীয় কৃষক ও বণিক্‌গণ কেন না দায়ী হইবেন ? তাঁহারা অর্থের লোভে শস্য বিক্রয় না করিয়া দেশীয় দরিদ্র দিগের সুবিধার জন্য যদি শস্যরাশি সঞ্চয় করিয়া রাখেন, আর দুর্ভিক্ষের সময়ে অনায়াসেই যদি তাহা অল্প মূল্যে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে দরিদ্র লোকের ত অনায়াসেই প্রাণরক্ষা হইতে পারে। যদি বল, দেশীয় শিল্পের নাশে দেশ অন্তঃসারশূন্য হওয়াতে দেশীয় লোকের শস্যসঞ্চয়ের ক্ষমতা নাই, কাজেই তাহারা উদরের জ্বালায় ও রাজার রাজস্বের টাকা সংগ্রহের জন্য শস্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। যে কারণেই হউক, যখন ভারতের অবস্থা এইরূপ, এবং নিজের অবস্থানুসারেই যখন দেশীয় লোকেই বিদেশে শস্য রপ্তানি করিতে বাধ্য হইতেছে, তখন তাহার জন্য ইংরাজের স্কন্ধে এক্ষণে এ দোষ চাপাইয়া কি ফল ?

দুর্ভিক্ষের অর্থ ভিক্ষার অভাব। শস্যের অভাববশতঃ উহা অতিরিক্ত মহার্ঘ হইলে লোকে ভিক্ষুকদিগকে এক মুষ্টি ভিক্ষা দিতেও যখন কাতর হয়, সকলেই উদরান্ন সঞ্চয়ের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে, তখনই দুর্ভিক্ষ হয়। অলস ভিখারীর সংখ্যা যে দেশে যত বেশী, দুর্ভিক্ষের আক্রমণও সে দেশে তত

প্রবল। ইংলণ্ড, হল্যাণ্ড, মার্কিন প্রভৃতি দেশে অনেকেই ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা ধনী। সেখানে ভিখারীর সংখ্যা নাই. বলিলেই হয়। সেখানে অনেকেই পরিশ্রম করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে, তথাপি, ভিক্ষা অবলম্বনপূর্ব্বক আলস্যের প্রশ্রয় দেয় না। কাজেই, ভারতের ন্যায় ঐ সকল দেশে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ নাই। ভারতবর্ষীয় দরিদ্র লোকে নিরীহ ও আলস্যপরায়ণ। তাহারা বিলাতের লোকের ন্যায় পরিশ্রমপূর্ব্বক অর্থ উপার্জ্জনদ্বারা জীবনধারণ করা অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তি শ্রেয়ঃ মনে করে। তাই ভারতে ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন সীমা অতিক্রম করিতেছে। চিরপরাধীন দরিদ্র ভারতবাসী স্বাধীন বৈদেশিক জাতির সহিত কিরূপে সমকক্ষতা করিতে পারে? বিলাতে লোকে চাউল, গোধূম প্রভৃতি নিত্য আহারীয় দ্রব্য বারমাস যে মূল্যে ক্রয় করে, এদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময়েও ঐ সকল বস্তু অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়। যেখানে অর্থ সুলভ, সেখানে লোকে বস্তুর জন্য ভাবিত হয় না, যেরূপে হউক, উহা সংগ্রহ করে।

এ দেশে মধ্যে মধ্যে দুর্ভিক্ষ হয়, এবং অনেক দরিদ্র অনশনে অকালে জীবন বিসর্জ্জন করে সত্য; কিন্তু,তাহার জন্য এক্ষণে আর অনুশোচনা করিয়া কি ফল? প্রকৃতি বাদিনী হইলে রাজা কি করিতে পারেন? অপিচ, পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এত লোকের বসতি ছিলনা। এ সংসারে নিয়তই লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে। উন্নতি হইলেই, পতন হয়, বৃদ্ধি হইলেই ক্ষয় আছে। কুরু-পাণ্ডবের

যুদ্ধের পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় রাজকুলের এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে ক্ষত্রিয়-দিগকে অসুরের অংশ বলিয়া তাহাদিগের বিনাশসাধন দ্বারা পৃথিবীর ভার লঘূকরণই কৌরব-যুদ্ধের কারণ উল্লিখিত হইয়াছে। লোকসংখ্যার আধিক্য হইলে, কখন ভূমিকম্পে, কখন উত্তপ্ত ধাতুদ্রবে, কখন প্লেগে, কখন দুর্ভিক্ষে, কখনও বা যুদ্ধ বিগ্রহে লক্ষ লক্ষ নরনারী জীবন ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর ভার লাঘব করে। তথাপি কার্য্যবীর মানব কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না, বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। তাই দুর্ভিক্ষের প্রকৃত দমন করিতে হইলে, বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া যেরূপে দেশে শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, সর্ব্বতোভাবে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। দেশের সর্ব্বত্র খাল ও তড়াগ সকল নিখাত হইলে বৃষ্টি নিরপেক্ষ হইয়া শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। ইংরাজ পূর্ব্ব হইতে অনেক স্থানেই জলাশয় ও খাল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন সত্য; কিন্তু এ বিশাল ভারতভূমির পক্ষে উহা এখনও পর্য্যাপ্ত হয় নাই। কেহ কেহ এইজন্য বলেন যে, গভর্ণমেণ্টের যত্নে প্রতিবৎসর যেরূপ স্থানে স্থানে রেলপথ প্রসারিত হইতেছে, সেইরূপ তাহার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন খাল ও জলাশয় যদি প্রস্তুত হয়, ক্রমে ক্রমে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ও অনেক পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে। ইহাতে শ্রমজীবীদের উপার্জ্জনপথও প্রসারিত হইবে। আর বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া দেবমাতৃক দেশেও প্রচুর শস্য উৎপাদন করা অসম্ভাবিত হইবে না। কেহ কেহ বলেন যে রেলপথের দুই পার্শ্বে যথেষ্ট ভূমি

পড়িয়া আছে। অন্যতর পার্শ্বের ভূমি কিছু বাড়াইয়া লইয়া যদি তাহাতে রেলের মত সুদীর্ঘ ভারতব্যাপী খাল প্রস্তুত হয়, নদীর সঙ্গমস্থলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কবাট দিয়া খালের মধ্যে জল প্রবেশ ও নির্গমের উপায় করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে খালে বারমাস জল থাকিতে পারিবে। পক্ষান্তরে, অতি নিকটবর্ত্তী হইলেও ঐ খাল দ্বারা রেলপথের অনিষ্ট সম্ভাবনা থাকিবে না। বৈজ্ঞানিক কৌশলে ক্ষেত্রের মধ্যে ঐ খাল হইতে সর্ব্বত্র জল প্রবেশ-নির্গমের উপায় করিয়া দিলে কেবল যে বৃষ্টি-নিরপেক্ষ হইয়া শস্য উৎপন্ন হইবে তাহা নহে; অপিচ, ঐ খালে মৎস্য উৎপন্ন হইলে গভর্ণমেণ্টেরও অলাভ হইবে না। যেরূপ ক্রমে ক্রমে ভারতবর্ষে রেলপথ প্রসারিত হইতেছে, সেই-রূপ ক্রমে ক্রমে প্রতিবৎসর এরূপ অভিনব খাল খনন করাইলে গভর্ণমেণ্টেরও ব্যয়বিষয়ে বিশেষ ভাবিত হইতে হইবে না। রেল-পথের পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট হইয়াছে। তাহার কারণ, পূর্ব্বে পল্লীর জল মাঠ দিয়া বাহির হইতে পারিত। মধ্যে উচ্চ রেলপথ নির্ম্মিত হওয়াতে পূর্ব্বের ন্যায় আর জল নিকাশ হইতে পারিতেছে না। রেলের নিম্নবর্ত্তী অল্প সংখ্যক কৃত্রিম পয়োনালীদ্বারা জল কত বাহির হইতে পারে? কাজেই, গ্রামের জল গ্রামেই বসিয়া গিয়া গ্রাম অস্বাস্থ্যকর হইতেছে। রেলের নিকটে গ্রামের মধ্যে ঐরূপ সুদীর্ঘ খাল থাকিলে গ্রামের জল খালে পড়িতে পারে ও নিম্নস্থিত কৃত্রিম পয়ঃপ্রণালী দ্বারা সুকৌশলে রেলের উভয় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের জল ঐ খালে পড়িবার

সুবিধা করিয়া দিলে, সকল গ্রামের স্বাস্থ্য ভাল হইবে এবং প্রচুর পরিমাণে শস্য ও মৎস্য উৎপন্ন হইলে দরিদ্রগণ দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিবে। অপিচ, কোন কোন স্থানে যানাদির অসুবিধাবশতঃ দূর ষ্টেশন হইতে এক্ষণে অনেকেই নিজ নিজ গ্রামে চলিয়া যায়। এরূপ খাল প্রস্তুত হইলে লোকে ষ্টেশন হইতে নৌকাযোগেও যাতায়াত করিতে পারিবে। ইহাতে দরিদ্র নৌজীবীদের ও কিছু অর্থাগম হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে কটক, পুষা প্রভৃতি স্থানের কৃষিক্ষেত্রের ন্যায় প্রতিজেলায় গভর্ণমেণ্টের এক একটী সুবৃহৎ আদর্শ কৃষিক্ষেত্র থাকিলে প্রভূত উপকার দর্শে। ঐ সকল ক্ষেত্রমধ্যে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জল প্রবেশ ও নির্গমের সুবিধা করিয়া দিলে দৈবের প্রতিবন্ধকতায় শস্যের ক্ষতি হইতে পারিবে না এবং উৎপন্ন শস্যরাশি গোলায় রক্ষিত থাকিবে। দুর্দ্দৈববশতঃ জেলার অন্যান্য স্থানে যেবারে প্রচুর শস্য উৎপন্ন না হইবে, গভর্ণমেণ্টের ঐ গোলা হইতে লোকে যদি পূর্ব্বমূল্যে শস্য ক্রয় করিতে পারে, দরিদ্রগণ দুর্ভিক্ষজন্য কষ্ট অনুভব করিতে পারিবে না। এক্ষণে যখন আমরা ন্যায়বান্-ইংরাজরাজের রাজ্যে বাস করিতেছি এবং ইংরাজ যখন প্রজার হিতের জন্য এরূপ অনেক সৎকার্য্য করিতেছেন,তখন আমাদের সময়োচিত প্রার্থনাটী কেননা পূর্ণ, হইবে? পরন্তু, আমাদের দেশের লোকও বড় অলস হইয়া পড়িয়াছে। কৃষক পূর্ব্বের ন্যায় আর চাষ করিতে শ্রম করে না। দেখা যায় সহরে মুটেরাও

ট্রামগাড়ীতে উঠিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে ভদ্রবংশীয়গণ নিজে ক্ষেত্রে গমন করিয়া কৃষকদ্বারা চাষবাস করাইতেন। এক্ষণে অনেকেই ভৃত্যমুখাপেক্ষী বাবু, ভৃত্যগণও আলস্যপরায়ণ। এই অবকাশে দৈবের প্রতিকূলতায় শস্যের হানি হওয়ায় দুর্ভিক্ষ যে ঘন ঘন হইবে বিচিত্র কি? পৌরুষ ব্যতিরেকে কোন কার্য্য সম্পাদিত হয় না সত্য; কিন্তু পৌরুষনিষ্পাদ্য কার্য্যও অনুকূল দৈব ও সুসময়ের অধীন। উড়িষ্যায় গতবার হইতে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট তাহার প্রতীকারের জন্য অনেক সাহায্য করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু লোকে এত অলস যে অনেকেই গভর্ণমেণ্টের রিলিফ-কার্য্যে না খাটিয়া সহরে ভিক্ষা করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেছে। এরূপ ভিক্ষাশীল অলসের কি কখন উন্নতি হইতে পারে? আমি একটি উড়িয়া চাকরের মুখে শুনিয়া তাহারই কথা বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া দিলাম ঃ—"পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও অনেকেই এই দুর্ভিক্ষে মারা পড়িত, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট দূর হইতে ক্ষুদ্ আনিয়া সুলভ দরে দেওয়ায় আমরা বাঁচিতেছি।"

দুর্ভিক্ষের সময়ে গভর্ণমেণ্টকে শস্যরপ্তানি বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া বিজ্ঞের কার্য্য নহে। ধনবলের অভাবই যদি দুর্ভিক্ষের কারণ প্রতিপন্ন হয়, দেশে যেরূপে ধনবলের বৃদ্ধি হইতে পারে, সর্ব্বত্র যেরূপে বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া শস্য উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে গভর্ণমেণ্টকে নম্রভাবে সুপরামর্শ দেওয়া কর্ত্তব্য। কেহ কেহ বলেন যে ভারত গভর্ণমেণ্টের অধীন

দুর্ভিক্ষ নামে স্বতন্ত্র স্থায়ী একটী বিভাগ খুলিয়া তাহার সেক্রেটারীর পরামর্শমত এ বিষয়ে কার্য্য করিলে ভাল হয়। সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ইচ্ছামত সকলেই ঐ বিভাগের পুষ্টির জন্য অর্থদান করিতে পারিবেন। দেশের সর্ব্বত্র প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইলে, ঐবিভাগে অর্থরাশি সঞ্চিত হইতে থাকিবে। স্থায়ী সেক্রেটারী থাকিলে তিনি সমুদয় অর্থব্যয়ের দায়ী থাকিতে পারিবেন। তিনি দুর্ভিক্ষবিভাগে সঞ্চিত অর্থ অন্য কোন বিভাগের জন্য ব্যয় করিতে দিবেন না; এবং ইংলণ্ডের অনাথাশ্রমের ন্যায় এদেশে প্রতি জেলায় জেলখানার নিকটে, এই দুর্ভিক্ষবিভাগের অধীনতায় অন্ধ, মূক, বধির, ব্যাধিগ্রস্ত ও কর্ম্মকরণে অসমর্থ ব্যক্তিদিগের জন্যও যদি গভর্ণমেণ্ট এক একটি অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন, বড় ভাল হয়। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও প্রধান ডাক্তার ঐ বিভাগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিবেন। ঐ সকল অন্ধ, মূক প্রভৃতিকে তাহাদিগের উপযুক্ত কার্য্য দিয়াও কিছু অর্থ আদায় হওয়া অসম্ভব নয়। প্রজারক্ষার জন্য প্রতিজেলায় এরূপ উপায় থাকিলে ভিখারীর সংখ্যাও এদেশে ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকিবে। এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে জেলায় জেলায় এরূপ অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে গভর্ণমেণ্টের যে তাহাতে অধিকতর সুনাম হইবে তাহা বলা বাহুল্য। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আপাততঃ গভর্ণমেণ্ট যেরূপ বন্দোবস্ত করিতেছেন, সে বিষয়ে কাহার বিশেষ বক্তব্য নাই। তবে অনেকেই ভিক্ষা বা শ্রম করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হইতে চাহে না,

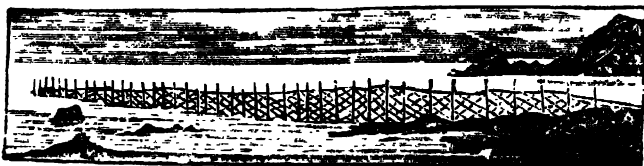
তাহাদের জন্য দেশদেশান্তর হইতে শস্য ক্রয় করিয়া আনিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে পূর্ব্বের ন্যায় মূল্যে যদি গভর্ণমেণ্ট শস্যবিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেন, বড় ভাল হয়; গভর্ণমেণ্ট এরূপ ব্যবস্থায় বরাবর মনোযোগী আছেন এবং দুর্ভিক্ষ প্রতীকারের জন্য নানাবিধ উপায় করিতেছেন। অপিচ, এদেশের কৃষি তত্ত্ব এবং শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট এক্ষণে অধিকতর চেষ্টা করিতেছেন। সেজন্য আমাদিগের সর্ব্বান্তঃকরণে ইংরাজের নিকটে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তবে আমাদের মতে যে পর্য্যন্ত জেলায় জেলায় আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত না হইতেছে, যে পর্য্যন্ত গভর্ণমেণ্টের গোলায় গোলায় ধান্য সঞ্চয় করিয়া রাখা না হইতেছে এবং অধিকতর খাল ও তড়াগাদি খননের সুবন্দোবস্ত না হইতেছে, সে পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষপীড়িতস্থানে দেশান্তর হইতে শস্যাদি আনিয়া পূর্ব্ববৎ মূল্যে উহার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিলে প্রজাসাধারণের অনেক কষ্টের লাঘব হইবার সম্ভাবনা।

আমরা দলবদ্ধ হইয়া দেশান্তরে যদি শস্য রপ্তানি করা বন্ধ করিয়া দেই, কখন দৈবদুর্বিপাকে এদেশে পর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন না হইলে তখন অন্য দেশ হইতে কিরূপে শস্য আনিতে পারিব? অপিচ, যেবারে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইবে, বৈদেশিকেরাও যদি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক এদেশের শস্য গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে দেশীয় কৃষক ও বণিক্‌দিগের ঘরে ঘরে শস্যরাশি সঞ্চিত থাকিলে ক্রমে তাহা দ্বারা কি কেবল কীটের উদর পূর্ণ হইতে থাকিবে না? আমদানি-রপ্তানি, ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা বস্তুর বিনিময়ই বাণিজ্য।

বাণিজ্য করিতেগেলে বস্তুর বিনিময় আবশ্যক। উচ্চ অঙ্গের ব্যবসায়ীকে দেশ বিদেশের সহিত কারবার করিতে হয়, দেশ বিদেশের বাণিজ্যসংক্রান্ত সংবাদ রাখিতে হয়। সকল লোকের সহিত সদ্ভাব স্থাপন না করিলে বাণিজ্যের সুবিধা হয় না। বণিক্ মাত্রেরই সুমিষ্ট বাক্য ও সদ্ব্যবহার শিক্ষা করা অগ্রে কর্ত্তব্য। লক্ষ্মীচরিতে আছে "লক্ষ্মী কলহময় স্থান পা দিয়াও স্পর্শ করেন না"। ভাই ভারতবাসী! যদি তোমরা এই দেশে কৃষি,শিল্প ও বাণিজ্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে চাও, তাহা হইলে মন হইতে দ্বেষ, হিংসা ও কলুষভাব একেবারে পরিত্যাগ কর। অতীত ঘটনা ভুলিয়া যাও, বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের কিরূপে মঙ্গল হইতে পারে কায়মনোবাক্যে তাহার চেষ্টা কর। এদেশের দ্রব্য ও এদেশীয় শিল্পীকে অন্তরের সহিত আদর করিতে গিয়া বৈদেশিক শিল্প ও শিল্পীর প্রতি ঘৃণা করিও না। দেশীয় শিল্পের ব্যবহার জন্য বাক্বিতণ্ডাও করিও না। বিনীত ও ধীরভাবে রাজার প্রতি অচলা ভক্তি স্থাপনপূর্ব্বক দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত জননী জন্মভূমির পূজা কর। এ পূজায় বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। একান্তমনে ভক্তিভাবে কর্ম্ম করিলেই ফল অবশ্যম্ভাবী। আমরা বাণিজ্যনীতিতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এবং এ অনভিজ্ঞতা আমাদের পরাধীনভাবমিশ্রিত হইয়া স্বাভাবিক হইয়াছে। পরাধীন জাতির মন কলুষিত ও সন্দিগ্ধ থাকায় যৌথ কারবারে সকল অংশীদারের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক বরাবর কার্য্য করা সহজ ব্যাপার নহে। হাওড়ার দেশলাই ব্যবসায়ের পরিণাম ও বেঙ্গল

প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের দুর্দ্দশা দেখিলেই অনেকের চৈতন্য হইতে পারিবে। তজ্জন্য গুরু ইংরাজের নিকট কিছুকাল বাণিজ্যনীতি শিখিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত শিক্ষা পূর্ণ না হইতেছে, দেশীয় বড় বড় ব্যবসায়ের মধ্যে এক একজন সুবিজ্ঞ ইংরাজকে অংশীদার কর। ক্রমে স্বাধীন ইংরাজের সঙ্গে এক বাণিজ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সকলে যখন এক ঐক্যে কার্য্য করিতে শিখিবে এবং মন হইতে অন্যের প্রতি দ্বেষ ও সন্দেহ দূর করিতে পারিয়াছ বুঝিবে, তখন নিজের ব্যবসায় নিজে চালাইও। বর্ত্তমান অবস্থায় তোমরা যদি ব্যক্তিগত কার্য্যের জন্য ইংরাজ জাতির প্রতি ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সকল বিলাতী দ্রব্য পরিবর্জ্জন কর, এ সংসারে অনেক বিষয়েই অভাব উপলব্ধি করিতে হইবে। কায়ক্লেশে তাহা সহ্য করিতে পারিলেও, ইহার ফল কি হইবে? তোমরা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বিলাতী দ্রব্য ত্যাগ করিলে, বিলাতীরাও প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তোমাদের দ্রব্য ত্যাগ করিলেন; অপিচ, এদেশে বিলাতী শিল্প যন্ত্রের আমদানী করাও একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন, এইরূপে পরস্পরের সহিত আদানপ্রদান সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে বাণিজ্য কিরূপে চলিতে পারিবে? কেবল স্বদেশের লোকদিগকে বিক্রয় করিলে ভারত কি কখন ধনাঢ্য হইতে পারিবে? যদি ব্যবসায় বাণিজ্যে বৈদেশিকের সহিত কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে ইচ্ছা কর, বিলাতের সহিত আদানপ্রদান সম্বন্ধ রাখিয়া কার্য্য কর। বাড়ীর ভিতরে বাণিজ্য করিয়া কেহ কখন ধনী হইতে পারে নাই। একচিত্ততা ও অধ্যবসায়ের

সহিত দেশে নূতন নূতন শিল্প উদ্ভাবন কর, এবং রাজার সাহায্যে দেশের সকল দ্রব্য বাণিজ্যের জন্য দেশ বিদেশে পাঠাও এবং বিদেশের ভাল ভাল দ্রব্য ও শিল্প যন্ত্রসমূহ যাহা এদেশে দুর্ল্লভ, তাহা ক্রয় করিয়া আন এবং তাহা প্রস্তুত করিতে অভ্যাস কর। সৎপথে থাকিয়া দেশের উন্নতি করিতে পারিলেই মাতৃপূজা করা হইবে, ইহা যেন সর্ব্বদা মনে জাগরূক থাকে। একচিত্তে মাতার পূজা করিতে বসিয়া ব্যক্তিগত বা বস্তুগত ঘৃণা যদি মনে উদয় হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় জানিও, সাধনার ব্যাঘাত হইল, পূজা পণ্ড হইল। সংযমই সাধনার প্রধান অঙ্গ। ভাই ভারতবাসী! যদি দেশের প্রকৃত হিতৈষী হও, বিলাতী পণ্য-বর্জ্জনের দ্বেষমূলক প্রতিজ্ঞাটী অগ্রে পরিত্যাগ করিতে হইবে। শীতলশোণিতে ও শুভ্রচক্ষে আমার কথাগুলি একবার একমনে আলোচনা কর, পরে আমার প্রতি যাহা কর্ত্তব্য করিও। কিন্তু পরের কথা শুনিয়া কোন কার্য্য করিও না। নিজের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে লক্ষ্য করিয়া বিবেকের সহিত পরামর্শপূর্ব্বক বল, আমার এই উপদেশ গুলি সময়োপযোগী কি না? হতাশ বা দুঃখিতহৃদয়ে 'বয়কট্' বা প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সকলবিলাতী দ্রব্য-বর্জ্জনের কথাটী কখনই এদেশের কল্যাণকর নহে। প্রত্যুত, ঐ কথা দ্বারাই এখন পদে পদেই আমাদের অশুভফল ভোগ-করিতে হইবে।



অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ইংরাজের পৃথিবীর উপরে প্রভুত্ব।

প্রাকৃতিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃতি বা দৈব প্রতিকূল থাকিলে প্রারব্ধ কার্য্যও নিষ্ফল হয়। এই জন্য দেশকাল ও আধারভেদে বীজবপন করিবার ব্যবস্থা আছে। প্রভূতশস্যশ্যামলা ভারত ভূমি কৃষিপ্রধান দেশ; এদেশে সকল প্রকার কৃষি দ্রব্য যেরূপ উৎকৃষ্ট হইতে পারে, অন্য কোন দেশে সেরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে। সুতরাং, ভারতে সর্ব্বতোভাবে যেরূপে কৃষির উন্নতি হয়, সকলের সে বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে মনোযোগী হওয়া উচিত। শীতপ্রধান বহুল-শৈলসঙ্কুল ইংলণ্ড লৌহ, টিন, কয়লা প্রভৃতি খনিজ দ্রব্যরাশির আকর। অপিচ, সেখানে কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণও অল্প। তাই ইংলণ্ড কৃষি প্রধানদেশ নহে। কৃষিদ্বারা ঐ স্থানে উন্নতি করা সহজ নহে। পক্ষান্তরে, খনিজ লৌহ প্রভৃতি দ্রব্যসমূহের

সুলভতার জন্য ইংলণ্ডে শিল্পনির্ম্মাণ-সাধন যন্ত্র সকল অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারে বলিয়া বাণিজ্য প্রধান হইয়াছে। দৈবের ইচ্ছায় যাহা হয় তাহার পরিবর্ত্তন মানবের আয়ত্ত নহে। শীত-প্রধান দেশে শ্রমজীবীরা ১৬ ঘণ্টাকাল কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত নহে। গ্রীষ্ম প্রধান ভারতবর্ষে কেহই ১০।১২ ঘণ্টা সময়ের অতি-রিক্ত পরিশ্রম করিতে পারে না। ইহার উপর এ দেশীয়লোকে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেও জানে না। ভারতের শ্রমজীবীরা যদি এই দশ বার ঘণ্টাকাল নিয়মিত অধ্যবসায়ও একাগ্রতার সহিত কার্য্য করিত, তাহা হইলে এদেশের অনেক উন্নতি হইতে পারিত। বিলাতের শিক্ষিত কৃষকেরা অনুর্ব্বরা ভূমিতে নানা-বিধ সার দিয়া ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষির যেরূপ উন্নতি করিতে চেষ্টা করিতেছেন, সেই রূপ উপায়ে উর্ব্বরা বিশাল ভারতভূমির নানা স্থানে নানাবিধ কৃষির উন্নতির দিকে সকলের লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। বিলাত, শিবপুর বা পুষা হইতে যাঁহারা কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের উপদেশানুসারে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশীয় কৃষকেরা কার্য্য করিলে বহুলপরিমাণে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে। কৃষিলব্ধ দ্রব্যরাশির বিনিময়ে দেশ দেশান্তর হইতে অর্থরাশি ও বিবিধ ধাতুদ্রব্য এদেশে আসিলে এবং সেই সকল ধাতু যথাযথ ভাবে যদি শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তখন এদেশের উন্নতির পথ কে রুদ্ধ করিতে পারিবে? এদেশে পাট ও তুলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। ঐ সকল বস্তুর চাষে বিশেষ

দৃষ্টি রাখা বিধেয়। রেশমের পোকাগুলির প্রতি বিশেষ যত্ন করিয়া তাহার পোষণেও অমনোযোগী হওয়া উচিত নয়।

পাট ও তুলা হইতে যেরূপে চট ও সূতা যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট ভাবে নির্ম্মিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞগুরুর উপদেশানুসারে কার্য্য করা বিধেয়। কৃষিপ্রধানদেশে বাণিজ্য কৃষিমূলক হইলেই দেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারিবে। জলবায়ুর প্রতিকূলতায় এদেশীয় কলে ৪০নং সূতা অপেক্ষা বস্ত্রোপযোগী সূক্ষ্মতর সূতা প্রস্তুত হইতে পারে না। ঢাকার মশ্‌লিন্‌ সূতা খুব সূক্ষ্ম হইলেও উহা হাতে প্রস্তুত। সুতরাং, উহা অতি আয়াসসাধ্য বলিয়া বহুমূল্য হওয়ায় সাধারণলোকে ইহাতে প্রস্তুত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারে না। অতএব এদেশে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী অতিসূক্ষ্ম সূতার বস্ত্র প্রস্তুত করাইতে হইলে বিলাতী সূক্ষ্ম সূতার ব্যবহারের প্রয়োজন। এক্ষণে ফরাসডাঙ্গা ও শান্তিপুরের তাঁতিরা বিলাতী সূক্ষ্ম সূতায় দেশী বস্ত্র প্রস্তুত করে বলিয়াই এরূপ সুলভদরে ভাল ভাল বস্ত্র বিক্রয় করিতে পরিতেছে। পক্ষান্তরে, যিনি কেবল দেশী সূতার বস্ত্র পরিধান করিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহাকে এদেশীয় মোটা সূতার কাপড়েই আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

কৃষিযোগ্য ভূমির অল্পতার জন্য যে দেশীয় লোককে দেশান্তর হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়, সে দেশীয় লোক অন্যদেশীয় লোকঅপেক্ষা অধিকতর শ্রমী ও স্বদেশীয় শিল্প উৎপাদনে বিশেষ তৎপর হইবে বিচিত্র কি? সুতরাং, প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ইংলণ্ড বাণিজ্যের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হইবে। ইংলণ্ডের

সহিত বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া ভারতের পক্ষে তত সহজ নহে। ইংলণ্ড ও ভারতের সহিত কৃষিবিষয়ে কখনও সমকক্ষ হইতে পারিবে না। অপিচ, বাণিজ্য ব্যতিরেকে যখন দেশের প্রকৃত অভ্যুদয় হওয়া অসম্ভব, তখন এদেশে যতদূর সম্ভব যেরূপ বাণিজ্য হইতে পারে, তাহারই প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। বাণিজ্যদ্বারা দেশের অভ্যুদয় করিতে ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বাবধি ইংলণ্ডের বাণিজ্যের গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এখনও আমাদের কিছুকাল বাণিজ্যবিষয়ক নীতি শিক্ষা করিতে হইবে। ইংলণ্ডের মত এদেশে লৌহাদি দ্রব্যের প্রভূত খনি নাই। সুতরাং, লৌহের দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া ব্যবসায় করিতে গেলে আমরা কি কখন ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইতে পারিব? সমুদয় কলকারখানার যন্ত্র লৌহনির্ম্মিত। কলে শিল্প দ্রব্য সকল যেরূপ শীঘ্র প্রভূত পরিমাণে প্রস্তুত হইতে পারে, হস্তদ্বারা সেরূপ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং, অধিকাংশ শিল্প বস্তুর নির্ম্মাণোপযোগী কলকারখানার জন্য আমাদিগকে বিলাতে ছুটিতে হইবে। অতএব এ অবস্থায় বাণিজ্যের গুরু ইংরাজের সঙ্গে বিবাদ করিলে কি রূপে দেশে মঙ্গল হইতে পারে? ইংরাজ বাণিজ্যের জন্য এদেশে আসিয়া প্রথম অবস্থায় যে কত নিগ্রহ সহ্য করিয়াছেন তাহা অনেকেই জানেন। সেই রূপ স্বদেশের উন্নতির জন্য দেশ দেশান্তরে নানাবিষয় শিক্ষা করিতে গিয়া যদি ভারতবাসীর নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়, তাহাও হৃষ্টমনে সহ্য করা কর্ত্তব্য।

কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যতদূর সম্ভব দেশীয় শিল্পের উন্নতির দিকে মন দিতে হইবে। দেশীয় শিল্প প্রভূত হইলে তাহা দেশ দেশান্তরে পাঠাইয়া বাণিজ্যের বিস্তার করিতে হইবে। যাহা ভারতে দুর্লভ, তাহা বিলাত হইতে আনাও এবং বিলাতে যাহা পাওয়া যায় না, তাহা ভারত হইতে পাঠাও। বিলাতী বস্তু ব্যবহার করিয়া একেবারে মোহিত হইও না। ঐ সকল বস্তুর উপাদানও প্রস্তুতপ্রণালীর উৎকর্ষসাধনবিষয়ে গুরু ইংরাজের নিকটে শিক্ষা কর। ভাই ভারতবাসী! রাজাপ্রজা সম্বন্ধ থাকায় ইংলণ্ডে শিক্ষা করিতে গেলে যে প্রীতি ও সমানুভূতি পাইতে পারিবে, অন্যদেশে গেলে সেরূপ সমানুভূতি পাইবার সম্ভাবনা কি? ইংলণ্ডে ইংরাজীতে সকল বিষয় শিখান হয় বলিয়া ইংরাজী শিক্ষিত ভারতসন্তানের নূতন বিষয় শিক্ষা করা অতি সহজ হইয়া উঠে। অন্য দেশে কোন বিষয় শিক্ষা করিতে গেলে, সেই দেশীয় ভাষা শিখিবার জন্য অনেক দিন অতিবাহিত করিয়া পরে উদ্দেশ্য বিষয় শিখিতে হয়। অভিমান ও কলুষভাবের সহিত কোন কার্য্য করিলে তাহা সুসিদ্ধ হওয়া কঠিন। তাই ব্রত, উপবাস, তপস্যা ও পূজা করিবার পূর্ব্বে সংযমী হইবার বিধি আছে। সকলের নিজ নিজ অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করা উচিত।

ভারতের আর্থিক অবস্থার কথা এখন বলি। এদেশে প্রতি শিল্পীলোকের গড়ে বার্ষিক ৩০৲ টাকা ও প্রতি কৃষকের

২০৲ টাকা আয়। সকল দেশের লোকই ভারত অপেক্ষা ধনী। অনেকেই বলেন, যে ভারতের ধনরত্ন দ্বারা ইংলণ্ড পূর্ণ হওয়ায় ইংরাজ আজ ধনাঢ্য। যাঁহারা একথা বলেন জার্ম্মান, আষ্ট্রিয়া, আমেরিকা ও রুষ রাজ্যের অবস্থার প্রতি তাঁহারা একবার দৃষ্টিপাত করুন। যাঁহাদের ভারতের সহিত কোন বিশেষ সংস্রব নাই, তাঁহাদের প্রতিলোকের বার্ষিক আয় প্রতিভারত-সন্তানের বার্ষিক আয় অপেক্ষা অনেক বেশী। সাম্রাজ্যের আয় অপেক্ষা বাণিজ্য হইতে ইংরাজের আয় অনেক অধিক; তাই ইংলণ্ড আজ সকল দেশ অপেক্ষা ধনাঢ্য। সর্ব্বদা উৎসাহ-সম্পন্ন অধ্যবসায়ী কর্ম্মবীর ইংরাজ লক্ষ্মীর চঞ্চলা অপবাদটী চিরকালের জন্য যেন ক্ষালন করিয়া দিয়াছেন।

এই সমগ্র পৃথিবীর উপরে কর্ম্মবীর ইংরাজের কিরূপ আধিপত্য অন্যান্য বৈদেশিক রাজার প্রভুত্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।

	অধিবাসীর সংখ্যা।
ব্রিটেন বা ইংরাজরাজ্য	৩৯৮,৪০১,৭০৪।
ফ্রান্স	৯৫,৬৩৮,৩৫৫।
জার্ম্মাণি	৭২,৯৮৩,৯৮৩।
রুষিয়া	১৪৩,০০০,০০০।
আমেরিকার যুক্ত রাজ্য	৮৪,৯০৬,৮৫৬।
জাপান	৪৯,৭৯১,৩৯৩।

অধিকৃত ভূমির পরিমাণ (বর্গমাইল)		সৈন্যবল	নৌবল
ব্রিটেন	১১,৯০৮,৩৭৮	১,১০০,৮১৩	২৫২,২০০
ফ্রান্স	৪,২৬২,১৩০	৪,৩৫০,০০০	১১৪,০০০
জার্ম্মাণি	১,২৩৬,৬৩০	৩,০০০,০০০	১৪৩,৫০০
রুষিয়া	৮,৬৬০,৩৯৫	৪,৬০০,০০০	১২৫,০০০
যুক্তরাজ্য	৩,৬৯৯,৩১৭	১৭৫,৫৫৬	৪৬,০৪৯
জাপান	১৬১,১৯৮	১০০০,০০০	৮৬,০৮০

ইংরাজের অধিকৃত রাজ্যের পরিমাণ প্রায় এক কোটি ২০ বিশ লক্ষ বর্গ মাইল অর্থাৎ ইংরাজের অন্যান্য অধিকৃত ভূমির আয়তন ধরিলে ভারতবর্ষ তাহার আট ভাগের এক ভাগ মাত্র, আর আবিষ্কৃত সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বাস্তব্য ভূমির এক পঞ্চমাংশ। এই সকল স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ কোটি অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীস্থিত মানবের এক চতুর্থাংশ। এরূপ বিশাল রাজ্য এই পৃথিবীর মধ্যে আর কাহার নাই। তথাপি ১১ লক্ষ মাত্র সাধারণ সৈন্য দ্বারা ব্রিটিশ অধিকৃত রাজ্য সুশাসিত হইতেছে। এবং এক আমেরিকা ভিন্ন অন্যান্য দেশীয় রাজার সৈন্যবল বুদ্ধিবলশালী ইংরাজের সৈন্যবল অপেক্ষা অনেক অধিক। ইহা দ্বারা ইংরাজের রাজ্যে সর্ব্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত ইহা স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে। নৌবল অন্যান্য দেশীয় রাজার নৌবল অপেক্ষা বেশী ইহা অশান্তির সূচক নহে। কারণ পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রজারক্ষায়

জন্য ও বাণিজ্যকার্য্যের সুবিধার জন্য অনবরত সমুদ্রপথে গতি বিধির আবশ্যক। পরন্তু রাজ্যের বিশালতার অনুপাতে সৈন্যবল ও অনেক কম বলা যাইতে পারে। ভারতবাসী প্রজা সংখ্যার অনুপাতে ইংরাজের অন্যান্য রাজ্যে যদি প্রজা বাস করিত, তাহাহইলে ব্রিটেন প্রজার সংখ্যা ২০০ শত কোটিরও অধিক হইতে পারিত। কিন্তু অন্যান্য দেশে এদেশের ন্যায় অধিবাসীর সংখ্যা এত অধিক নহে।

অন্যান্য দেশে অধিবাসীর সংখ্যা অল্প, আয় বেশী। আর এদেশে অধিবাসীর সংখ্যা অধিক, আয় কম; কাজেই ভিক্ষুকের সংখ্যা খুব বেশী। ভারতসন্তান অধ্যবসায়শূন্য ও অলস, তাই অনেকে ভিক্ষোপজীবী হইয়া পড়িয়াছে। আলস্য ও ভিক্ষোপজীবিতাই এদেশের সকল অনর্থের মূল। ভারতে ৪৪ লক্ষের ও উপর ভিখারী আছে, এত ভিখারী অন্য কোন দেশে নাই। *

---

* এই ৪৪ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ১৮ লক্ষ নরনারী সুস্থ ও কার্য্যক্ষম। ভারতে ভিক্ষা একটি ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন কোন ভিখারীর মৃত্যুর পরে সঞ্চিত অর্থ পাওয়া যায়। এই ১৮ লক্ষ নরনারী পরের স্কন্ধে না চাপিয়া যদি উপার্জ্জন করিত, তাহা হইলে প্রত্যেকে গড়ে ৵০ আনা উপার্জ্জন করিলেও ভারতে ৮।৯ কোটি টাকা আয় হইতে পারিত। পক্ষান্তরে প্রত্যেকের আহারার্থে গড়ে ৴১০ পয়সা করিয়া ব্যয় হইলেও এদেশে বাৎসরিক প্রায় ৫।৬ কোটি টাকার অনর্থক ক্ষয় হইতে পারিত না।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী স্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

ভারতের এই মহাবাক্যের প্রথম পাদের প্রকৃতমর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আজ ইউরোপ এত উন্নত। আর আমরা শেষ পাদের মর্ম্ম 'ভিক্ষায় কিছুই নাই' ইহা জানিয়াও ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারি না। যে দেশে "কাজ কর্ম্ম না জোটে, ভিক্ষা করে খাব" এই প্রবাদটী প্রসিদ্ধ, সে দেশের মঙ্গল কোথায়?

ভারতসন্তানের অবনতির আর একটি কারণ উত্তরাধিকার-সূত্রে কৌলিক সম্পত্তির সমান ভাগ। এ নিয়ম অবশ্য এখানে ক্ষত্রিয় রাজাদিগের ঘরে নাই। ইউরোপে জ্যেষ্ঠসন্তানই পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়া থাকেন। ধনীর অপর সন্তানেরা পিতৃপ্রদত্ত কিছু অর্থ খাটাইয়া অথবা নিজে শ্রমপূর্ব্বক উপায় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। এইরূপে সম্পত্তি অবিভক্ত হওয়াতে ইংলণ্ডে মূল সম্পত্তি এদেশের ন্যায় উত্তরোত্তর ক্ষয় প্রাপ্ত না হইয়া বাড়িতে থাকে। অপিচ, ধনীর অপর সন্তানেরা বিবিধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জ্যেষ্ঠের সমকক্ষতা লাভে চেষ্টা করে। এই জন্য শ্বেতদ্বীপ (ইউরোপ) ক্রমশঃ এত ধনাঢ্য হইতেছে। অধ্যবসায়গুণেই ইংরাজ এত উন্নত, পক্ষান্তরে ক্রমাগত স্বাভাবিক আলস্যদোষেই ভারতসন্তান আজ এত অবনত।

শীতপ্রধানদেশের অনুকূলতায় কর্ম্মবীর ইংরাজ যেরূপ দৃঢ় পরিশ্রমের সহিত বহুক্ষণ কাজ করিতে পারেন, গ্রীষ্ম-

প্রধান ভারতে আমরা তাদৃশ শ্রম করিতে সম্পূর্ণ অপারক। তাই দৈবও এ বিষয়ে ভারতের প্রতি বিমুখ। আদমসুমারিতে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, ভারতে সকল জাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। যে দেশে যে জাতির আধিক্য ও বর্ণগত প্রাধান্য, ভিক্ষাই তাঁহাদের প্রধান বৃত্তি ও নিন্দিত পরভাগ্যোপজীবিতাই তাঁহাদের প্রধান অবলম্বন। এই ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞ না হইয়া যাঁহারা কেবল গুরুগিরিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহাদের তুল্য পবভাগ্যোপজীবী আর কোথায়? কযেক শতাব্দী অতীত হইল, রাজা চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যও ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দ্বাবা যে পরিচালিত হইত ইহা কে না জানেন? যে ব্রাহ্মণজাতি পূর্ব্বে রাজ দরবারে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন, আজ সেই প্রতিভাসম্পন্ন ব্রাহ্মণসন্তান ভিক্ষুক ও পরভাগ্যোপজীবী হইয়া জীবন ধাবণ করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা এ দেশেব আব অধঃ-পতন কি হইতে পারে?





নবম পরিচ্ছেদ।

বিদ্যোচর্চ্চা ও বিবিধ উপকার।

ইংরাজশাসনে পাশ্চাত্য বিদ্যা সর্ব্বত্র প্রসারিত হওয়ায় দেশের অনেক উন্নতি হইয়াছে। বিদ্যাবিস্তারবিষয়ে ইংরাজ কখনও উদাসীন নহেন। সিপাহীবিদ্রোহের ন্যায় ভীষণ ঘটনা কালেও বিদ্যা শিক্ষা প্রসারিত হইয়াছিল। সেই সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে ভারতে উচ্চ অঙ্গের ইংরাজীশিক্ষার আদর ও গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে প্রতি জেলায় এক একটি গভর্ণমেণ্ট স্কুল ও প্রধান প্রধান নগরে গভর্ণমেণ্ট কলেজ স্থাপিত হওয়ায় শিক্ষাবিষয়ে সাধারণ প্রজার বিশেষ উপকার হইয়াছে। অনেকেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিতেছেন। গ্রামে গ্রামে নিম্ন ও মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সামান্য প্রজাও বিদ্যা শিক্ষায় মনোযোগী হইতে পারিয়াছে। ইংরাজ পাশ্চাত্য

জ্ঞানের আদরের সহিত প্রাচ্য বিদ্যার ও বিশেষ পক্ষপাতী। সংস্কৃত, আরবী ও পারস্য বিদ্যার উন্নতির জন্যও গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে অনেক গ্রামেই নীচজাতীয় লোকে অশিক্ষিত অবস্থায় অসভ্য ও বর্ব্বরভাবে কাল কাটাইত, এই জন্য অনেক কুসংস্কারের বশবর্ত্তী ছিল। দস্যুগণ বহু নরহত্যাদ্বারা অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক "কালী মাতার" পূজা দিয়া পাপক্ষালনে চেষ্টা করিত। "কালী মাতার" সন্তোষের জন্য সময়ে সময়ে নরবলি দেওয়া হইত। স্ত্রীলোকেরা গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ করিত। ইংরাজের কেবল শাসনপ্রভাবেই যে লোকে এই সকল ঘৃণিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহা নহে। দেশ মধ্যে সর্ব্বত্র সুশিক্ষার বিস্তারেই এই শাসনপ্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজ কাল নরবলি, সাগরে সন্তান-নিক্ষেপ প্রভৃতি নৃশংস কার্য্য লোকের মনের মধ্যেও উদিত হয় না। অপিচ, ইংরাজের চেষ্টায় সতীদাহ নিবারিত হইয়াছে। পূর্ব্বে অনেক আত্মীয় লোক মৃত স্বামীর চিতাগ্নির মধ্যে তাহার বিধবা পত্নীকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া পোড়াইয়া ফেলিত। পাশ্চাত্যবিদ্যার প্রভাবে ওরূপ কুসংস্কারও এদেশ হইতে একেবারে বিদূরিত হইয়াছে। তবে এখনও এদেশে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সহমৃতা সতীর দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্বামীর মৃত্যুশোকে মূর্চ্ছিতা হইয়া কেহ কেহ প্রাণ বিসর্জ্জনপূর্ব্বক ভারতের পবিত্র সতীধর্ম্ম পালন করিতেছেন।

স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় স্ত্রীলোকেরও

স্ত্রীশিক্ষালাভের সুবিধা হইয়াছে। কয়েকটী এদেশীয় স্ত্রীলোক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিও পাইয়াছেন।*

মেকলের ন্যায় ইংরাজের উদারতায় এদেশের সর্ব্বত্র ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হওয়াতেই পাশ্চাত্য-আলোকে আজ ভারত এত উদ্ভাসিত ও জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চ্চায় এত উন্নত হইয়াছে। প্রতিভাশালী লোকে গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ে বিলাতে গিয়া ভাল ভাল বিষয় শিখিয়া আসিতেছেন। স্বনামধন্য বাঙ্গালীর অগ্রণী বৈজ্ঞানিকগুরু ডাঃ জগদীশ বাবুর নাম কাহার অবিদিত? ভারতের শিক্ষিত লোকমাত্রই বিজ্ঞানের আলোক পাইতে সমুৎসুক। দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা সমধিক হওয়াতে বিলাতের ন্যায় কলিকাতায ও রাসায়নিক বিদ্যাপ্রভাবে ভাল ভাল ঔষধ প্রস্তুত হইতেছে। ইংরাজই এদেশে উৎকৃষ্ট মুদ্রাযন্ত্র প্রথমে আনিয়াছেন এবং তাহার স্বাধীনতা প্রদান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এইরূপ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় কত ভাল ভাল পুস্তক ও পত্রিকা দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় মুদ্রিত হইতেছে। পাশ্চাত্য ভাষার সহিত প্রতিযোগিতায় দেশের ভাষা সকল দিন দিন পবিপুষ্ট ও উন্নত হইতেছে।

ইংরাজই প্রথমে এদেশে স্বদেশীয় ভাষায় পত্রিকা প্রচার করেন। এবং ইংরাজের সম্পাদকতাতেই প্রথমে শ্রীরামপুর হইতে বঙ্গভাষায় মাসিকপত্রিকা বাহির হয়। পাদ্রিগণ এদেশে ধর্ম্ম বিষয়ের বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়া এদেশের শিক্ষিত

* গোঁড়া হিন্দু স্ত্রীলোকের মধ্যে কেহ অদ্যাপি ততদূর শিক্ষিত হন নাই।

লোকদিগকে অভিনব প্রণালীতে বক্তৃতা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। পূর্ব্বে এদেশে গান ও কথকতাদ্বারা অনেক সময়ে শিক্ষা দেওয়ার রীতি ছিল।

আজ আমরা ইংরাজের নিকটেই রাজনীতিবিষয়ে চর্চ্চা করিতে শিখিয়াছি। স্বাধীন ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি সন্দর্শনে পরাধীন শিক্ষিত ভারত সন্তানেরও মনে আজ ন্যায্য অধিকার পাইবার লালসা বলবতী। স্বাধীনজাতির সংঘর্ষেই আমাদের মনে দিন দিন এ লালসা বাড়িয়াছে। এমন কি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা দমন করাও এক্ষণে দুঃসাধ্য। গুরুর নিকটে বিনয় ও নম্রভাব প্রকাশ আমাদের কৌলিক ধর্ম্ম হইলেও ইংরাজ গুরুর নিকটে স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ে শিক্ষা করিয়া আমরা সে পূর্ব্বভাব বিস্মৃত হইয়াছি। এক্ষণে এদেশীয় ছাত্রদিগের মনে যাহাতে পূর্ব্বভাব উদিত হয়, ছাত্রগণ যাহাতে পূর্ব্ববৎ বিনয় ও শিষ্টাচার দ্বারা রাজার মন আকর্ষণ করিতে পারে, তাহা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পক্ষান্তরে এদেশীয় পত্রিকা সম্পাদক ও বাগ্মীদের ইংরাজের অযথা নিন্দা হইতে বিরত থাকা উচিত। শাসনকর্ত্তাদিগের ব্যক্তিগত কার্য্যে দুঃখিত বা হতাশ হইয়া শাসন-প্রণালীর দোষ প্রদর্শন করা কি বিজ্ঞের কার্য্য? উহাতে মন্দ ভিন্ন ভাল ফলের আশা কোথায়?

কোম্পানির প্রথম শাসনাধিকার হইতে ধরিলে ভারতে ইংরাজ শাসন ১৩৬ বৎসর মাত্র হইয়াছে। আর ভারতেশ্বরীর

সময় হইতে গণনা করিলে ভারতে ইংরাজ রাজ্য ৫০ বৎসর কাল প্রতিষ্ঠিত। এই অল্প কালের মধ্যে আমরা যে কত বিষয়ে ইংরাজের নিকটে উপকৃত হইয়াছি, সেজন্য সর্ব্বান্তঃকরণে ইংরাজের নিকটে কৃতজ্ঞ থাকা কি উচিত নয়? অন্যান্য বিষয়ের কথা ত্যাগ করিলেও শাসন ও বিচারপ্রণালীর নিয়মানুবর্ত্তিতা সন্দর্শনে ইংরাজের প্রতিকূলে বলিবার আমাদের কিছুই নাই। এ সংসারে শিক্ষা দ্বারা যেমন সভ্যতার বৃদ্ধি হয়, অমনি তার সঙ্গে সঙ্গে লোকে আশা ও আকাঙ্ক্ষার উচ্চসীমায় উঠিতে থাকে। এ অবস্থায় এরূপ উচ্চ আশা হওয়া অস্বাভাবিক নহে। অতএব সুশিক্ষিত স্বাধীনইংরাজের সংঘর্ষে আমাদের আশাও বাড়িয়া গিয়াছে। আশার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ অধিকার প্রার্থনাও অন্যায় সঙ্গত নয়। কোম্পানির শাসনকালে আমাদের যে অবস্থা ছিল,তাহা অপেক্ষা অনেক বিষয়ে উন্নত হইয়াছে। এদেশীয় শিক্ষিত লোক বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পারদর্শী হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট,জজ, কমিশনর ও বোর্ডের মেম্বর পর্য্যন্ত হইতে পারিয়াছেন। বিলাতে ভারতসভারও সভ্য হইয়াছেন।* পূর্ব্বাপেক্ষা এদেশীয় লোকে এখন যে উচ্চপদ পাইতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে উচ্চপদের সংখ্যা অল্প বলিয়া এখনএত নিরাশ হওয়া উচিত নহে। 'সবুরে মেওয়া ফলে"। এই ৫০ বৎসর কাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াই এ

* এক্ষণে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও আর একটি শিক্ষিত মুসলমান ভারত সভার মেম্বর হইয়াছেন।

দেশের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, আর ৫০ বৎসর কাল পরে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর উন্নতি হইতে পারিবে, তাহা সকলের অনুমেয়। ক্রমে উচ্চ শিক্ষার স্রোত যত প্রবল হইতে থাকিবে, ভারত সন্তানেরাও তত উচ্চপদ পাইতে থাকিবেন। কিন্তু উচ্চ-শিক্ষাভিমানী ভারতসন্তানেরা ইতিমধ্যে যদি রাজপুরুষদের সহিত বৃথা বিবাদ করেন, তাহা হইলে আমাদের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইবে।

অয়ি বঙ্গবাসী! সুশিক্ষিত ইংরাজের টোলে পড়িয়া ইংরাজের ছাত্র হইয়া ইংরাজের চরিত্র অনুকরণে স্বদেশ-প্রেমিক হও, স্বজাতি সেবায় মন নিবেশ কর, মাতৃভূমির পূজা কর ইহা বড় আনন্দের বিষয়। কিন্তু অন্তরে দস্যুভাব পোষণ করিয়া নিজের উন্নতির পথ কণ্টকাকীর্ণ করা কি শিক্ষিতের কাজ? যে কার্য্যদ্বারা চরিত্র কলুষিত হয় সে কার্য্য সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। ইংরাজের শাসনকার্য্যে অসন্তুষ্ট হও, বিধি-সঙ্গত উপায়ে তাহার প্রতিবিধানে যত্ন কর। শিক্ষা ও প্রতিভা-বলে অভিনব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিত-দিগের প্রতিযোগী হইতে চেষ্টা কর। অভিনব উপায়ে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের বৃদ্ধি দ্বারা জন্মভূমির অবস্থা উন্নত কর। যে কার্য্যে পাপ আছে ও যাহাতে ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই দণ্ড ভোগ অবধারিত, এরূপ পাপ কার্য্য করিতে কখনও প্রবৃত্ত হইও না। পাপীর মন দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয়। পাপীর মঙ্গল যুগ যুগান্তরেও হয় না। অতএব পূর্ব্ব পুরুষের

পবিত্র চরিত্র স্মরণ করিয়া রাজাকে বিষ্ণুর মত ভক্তি করিবে। রাজদ্রোহীর মঙ্গল কোথায় ? যে ইংরাজের সুশিক্ষা ও শাসনগুণে আমরা পত্রিকা চালাইতে শিখিয়াছি, বক্তৃতা করিতে শিখিয়াছি ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা পাইয়াছি, সেই শিক্ষাগুরু ইংরাজের প্রতি অন্তরে ও বিরুদ্ধাচরণ করিলে পরমেশ্বরের নিকটেও কি আমরা দণ্ডিত হইব না ? ভাই সকল ! যদি ইচ্ছা হয়, রাজ কার্য্যের সমালোচনা কর, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই, তবে সমালোচনাকালে সংযত ও ধীরভাবে বাক্য প্রয়োগ করাই কি উচিত নয় ? অনর্থক রাজপুরুষের প্রতি কর্কশ বাক্য বলিয়া কি ফল ? মুসলমান রাজত্ব কালে আমরা এরূপ কি করিতে পারিতাম ? নিয়মানুবর্ত্তী শাসনপ্রণালীর গুণে ইংরাজ আমাদিগের অনেক দোষ উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

ডাকঘরের সুবন্দোবস্ত করিয়া ইংরাজ এদেশের যে কি উপকার করিয়াছেন তাহা লেখনী দ্বারা প্রকাশনীয় নহে। পূর্ব্বেও ডাকযোগে পত্র যাইত এবং মুসলমান রাজত্বকালে ঘোড়াদ্বারা ডাক বহন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া অপেক্ষাকৃত সুবিধা হইয়াছিল বটে। কিন্তু সাধারণ প্রজালোকের পত্র পাইবার পক্ষে বিশেষ গোলযোগ ঘটিত। ইংরাজের শাসনে আজ গ্রামে গ্রামে ডাকঘর। দরিদ্র স্ত্রীলোকেরাও এক পয়সার কার্ড লিখিয়া দূরবর্ত্তী বন্ধুর নিকটে সংবাদ পাঠাইতেছে। সর্ব্বত্র রেলপথ প্রসারিত হওয়ায় লোকের গমনাগমনের সুবিধার সহিত ডাকবিভাগের যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে তাহা বলাবাহুল্য। রেলপথ না থাকিলে

ডাকের এত সুবন্দোবস্ত হইতে পারিত না। ডাকযোগে মণি-অর্ডারে দূরদেশ হইতে টাকা কড়ি আসিতেছে। এক ডাক-বিভাগের সুবন্দোবস্তের জন্যই ভারতবাসীর ইংরাজের নিকটে চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

নানাস্থানে রেলপথ প্রসারিত হওয়ায় দেশ দেশান্তর হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল আনাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে খাল বা নদী দিয়া নৌকাযোগে মালপত্র পাঠাইতে বহু বিলম্ব হইত। রাজপথ দিয়া গোশকটযোগে পাঠাইলেও বিলম্ব অনিবার্য্য। জল ও স্থল পথে দস্যুভয় ছিল। সুতরাং বাণি-জ্যের বিশেষ অসুবিধা হইত। রেলপথ প্রস্তুত হওয়াতে সে সকল অসুবিধা দূর হইয়াছে। এক মাসের দূরবর্ত্তী স্থান হইতে দ্রব্য সকল এক দিনে আসিয়া পৌঁছছিতেছে। রেলপথ দ্বারা এদেশে বাণিজ্যের পূর্ব্বাপেক্ষা যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে তাহা কে না স্বীকার করিবে?

বৈজ্ঞানিক ইংরাজের প্রতিভাবলে এদেশে টেলিগ্রাফ স্থাপিত হওয়ায় অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। দুই ঘণ্টার মধ্যে ইংলণ্ডের সংবাদ এখানে আসিতেছে। টেলিগ্রাফ দ্বারা ভারত গভর্ণমেণ্ট অনেক প্রয়োজনীয় কার্য্য সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেটের সহিত পরামর্শ করিয়া সম্পাদন করেন। রাজকার্য্যের সুবিধার সহিত প্রজারাও যে বিশেষ উপকৃত হইয়াছে কে না বলিবে? কখন কেহ বৈদেশিক বন্ধুর জন্য উদ্বিগ্ন হইলে তৎক্ষণাৎ নিমিষের মধ্যে ঘরে বসিয়া তাহার সংবাদ পাইতেছেন।

টেলিগ্রাফের দ্বারা দূরদেশের সংবাদ জানিতে পারায় বণিক্‌দিগেরও ব্যবসায়কার্য্যে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

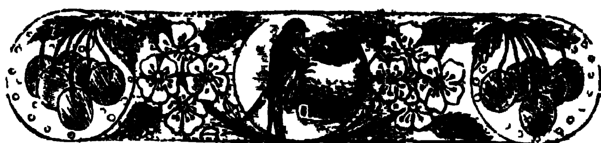
পূর্ত্তকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ও ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট উদাসীন নহেন। স্থানে স্থানে কূপ, জলাশয় ও খাল খনন করাইয়া দিয়াছেন। তবে এই বিশাল ভারতভূমির উর্ব্বরতা সম্পাদন পক্ষে এবং বৃষ্টিনিরপেক্ষ হইয়া শস্য বৃদ্ধি করিতে গেলে জলাশয় খালের সংখ্যা যে আরও বৃদ্ধির প্রয়োজন তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি।

সদাশয় লর্ড রিপণ এদেশীয়দিগের উপরে আত্মশাসনের ভার অর্পণ করাতে নানা স্থানে মিউনিসিপ্যালিটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মিউনিসিপ্যালিটীর সদস্যগণ গ্রামসমূহের কর আদায় পূর্ব্বক রাস্তা ঘাটের উন্নতি করিতেছেন। পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার করিয়া গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেও তাঁহারা উদাসীন নহেন। অনেক গ্রামেই বিশুদ্ধ কলের জলও ব্যবহৃত হইতেছে। ইংরাজের রাজধানী কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ নগরের সুন্দর সুন্দব অট্টালিকা ও অন্যান্য বাহ্য সৌন্দর্য্য দেখিলে কে না বিমোহিত হয়? ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের মেম্বর দিগের উপরও জেলার অনেক কার্য্যভার অর্পিত থাকায় দেশীয় লোকে অনেক কার্য্য নিজেরা পরিচালনা করিতেছেন।

নগরে নগরে ডাক্তারখানা স্থাপিত হওয়ায়, দরিদ্র লোকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইয়া দুঃসাধ্য রোগ হইতে মুক্তি পাইতেছে। ইংরাজের রাজ্যে বহুকাল হইতে আলস্যে মৃত এই

দেশীয় লোকেরা সকল বিষয়েই যেন অভিনব জীবন পাইয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সকলেরই মন যেন অভিনব উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ হইয়াছে। শান্তিময় রাজ্যের ইহা অপেক্ষা আর কি সুলক্ষণ হইতে পাবে ?





দশম পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

কোন ভারতবাসী সুলেখক বলিয়াছেন, "পরবশ্যতা দুঃখের কারণ হইলেও মূর্খের প্রভু হওয়া অপেক্ষা পণ্ডিতের দাসত্ব করা ভাল, ইংরাজরাজত্বে আমরা এই প্রবাদের সত্যতা পদে পদে অনুভব করিতেছি। ভারত বহু শতাব্দী হইতে পরাধীন হইয়া আছে। কিন্তু বর্ত্তমান পরাধীনতা আমাদিগের শ্লাঘনীয়। বৈদেশিক ইংরাজ বহু গুণে গুনবান্ ও সভ্যজাতিদিগের শীর্ষ-স্থানীয়। ভারতবাসীদিগের বর্ত্তমান অবস্থায় যে সকল সদ্‌গুণ শিক্ষা করা আবশ্যক, ইংরাজের সে সকল গুণ যথেষ্ট আছে। সুতরাং ইংরাজের সাহচর্য্যে ভারতবাসী যে এক দিকে বিশেষ লাভবান্ হইতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

স্বর্গীয় সুপ্রসিদ্ধ মহাদেব, গোবিন্দ রানাডে বলিয়াছেন যে ইংরাজের সংস্পর্শে থাকিয়া ভারতসন্তান সময়োপযোগী জ্ঞান, বিজ্ঞান, চরিত্রবল ও জাতীয় অভ্যুদয়ের অনুকূল সদ্‌গুণসমূহ

লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই ভগবান্ এই উভয় জাতির অপূর্ব্ব সংযোগ সাধন করিয়াছেন। ফলতঃ ভারতবাসী যতদিন পরাধীন অবস্থায় থাকিতে বাধ্য হইবে, তত দিন যেন তাহা-দিগকে ইংরাজের অধীন হইয়াই থাকিতে হয়।”

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রিফরম্ বিলের আলোচনার সময়ে মহামতি উদারহৃদয় মেকলে কি বলিয়াছিলেন পাঠকগণ একবার তাহা অবহিত মনে পাঠ করুন।

“আমরা (ইংরাজেরা) যদি মানব সমাজের অংশবিশেষকে আমাদিগের সভ্যতা ও স্বাধীনতার সমান অধিকার প্রদানে কুণ্ঠিত হই, তাহা হইলে অকারণে আমরা সভ্যতা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি। ভারতসন্তানদিগকে চিরকাল ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা-ধীন রাখিবার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন রাখা কি আমাদিগের উচিত ? অথবা আমরা তাহাদিগকে জ্ঞানালোক প্রদান করিব, কিন্তু জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের মনে উচ্চা-ভিলাষ উদ্দীপ্ত হইতে দিব না ইহাই কি আমাদের অভিপ্রায় ? কিংবা উচ্চাভিলাষ উদ্দীপ্ত হইলেও ন্যায়সঙ্গত ভাবে তাহার পূরণ করিব না ইহাই কি আমাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা ? কে এই সকল প্রশ্নের উত্তরে ‘হাঁ’ বলিতে পারেন ?

... ...

আমার কিন্তু এ বিষয়ে কোনই আশঙ্কা হয় না। আমা-দিগের সরল কর্ত্তব্যপথ পুরোভাগে প্রসারিত রহিয়াছে; এই পথই প্রশস্ত। হয়ত আমাদিগের প্রবর্ত্তিত শিক্ষাদানপদ্ধ-

ভিন্ন ফলে কালক্রমে ভারতবাসী সাধারণ লোকের চিত্তের এরূপ বিকাশ ঘটিবে যে, এই শাসনপদ্ধতিতে তাহারা আর সন্তুষ্ট থাকিবে না। ভবিষ্যতে হয়ত তাহারা পূর্ণভাবে ইউরোপীয় শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তনই প্রার্থনা করিতে পারে। এরূপ দিন কখনও উপস্থিত হইবে কি না আমি জানি না। কিন্তু আমি কখনও এরূপ সময়ের আগমনে বাধা প্রদান করিব না। যে দিন সত্য সত্য ভারতে সেই অবস্থা আসিবে, ইংলণ্ডের ইতিহাসে সেই দিন সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে। বাস্তবিক আমরাই সম্পূর্ণভাবে সেই গৌরবের অধিকারী হইব।"

এই মহীয়সী বাণী উদারহৃদয় তেজস্বী ইংরাজ ভিন্ন আর কে বলিতে পারেন? এক্ষণে সেই মেকলের বাণী ভবিষ্যদ্‌বাণীর ন্যায় হইয়াছে। ইংরাজ কর্ত্তৃক শিক্ষিত ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা ক্রমে ক্রমে উচ্চতর হইতেছে। পূর্ব্বের ন্যায় আর কেহই অল্পেতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না।

স্বর্গীয় ভক্তিভাজন ভূদেববাবু বলিতেন যে "ইংরাজের মধ্যে কেহ কেহ দেবভাবাপন্ন ও কেহ কেহ অসুরভাবাপন্ন আছেন"। বাস্তবিক ইহা সম্পূর্ণ সত্য। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সর্ব্বত্র সকললোকের চরিত্রে সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসভাবের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যাঁহার চরিত্রে উদারতা, সত্যনিষ্ঠা, পরার্থপরতা, আত্মত্যাগ প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাবের আধিক্য, তিনি দেবতা। যাঁহার চরিত্রে অধ্যবসায়, অনালস্য, ঐক্য প্রভৃতি রাজসিক ভাবের আধিক্য, তিনি মানব। আর যাঁহার

চরিত্রে সঙ্কীর্ণতা, ব্যক্তিগত দ্বেষ ও হিংসা ও একগামিতা প্রভৃতি তামসভাব প্রধান, তিনি অসুর বা রাক্ষস। সকল দেশীয়দিগের মধ্যে এরূপ ভাল ও মন্দ লোকের অভাব নাই।

এক্ষণে আমরা ইংরাজের নিকটে কিছু শিক্ষিত হইয়া উচ্চ পদসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত উচ্চতর পদ পাইবার জন্য অভিযোগ করিতেছি। কিন্তু ৭০ বৎসর পূর্ব্বে উদার ইংরাজ মেকলে আমাদিগের সুবিধার জন্য পার্লিয়ামেণ্ট সভায় কি না করিয়াছিলেন? তাঁহার উদারনীতির বলে আজ ভারতবাসী পাশ্চাত্য-শিক্ষাদ্বারা অভিনব আলোক পাইয়াছে। যে ইংরাজ বিনা অনুরোধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভারতের ভাবী মঙ্গলের জন্য ওরূপ উদারতা দেখাইতে পারিয়াছেন, সে রূপ সাত্ত্বিকভাবাপন্ন দেবস্থানীয় ইংরাজ যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাদের দেশের মঙ্গলবিধানে চেষ্টা করিবেন না কে বলিতে পারে? সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ ও ভারতের অন্যান্য উচ্চ কর্ম্মচারীর মনে এরূপ উদার ভাবের আবির্ভাব হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু উচ্চশিক্ষার অভিমানে আমরা দেবসন্তান হইয়া বিষ্ণুরূপী রাজার প্রতি যদি অসুরভাব প্রকাশ করি, তাহা হইলে আমাদের আশা কিরূপে সফল হইতে পারে?

এ বিষয়ে আমার একজন সুবিজ্ঞ বন্ধু বলেন যে, "ইংরাজ যদি ইচ্ছাপূর্ব্বক আমাদিগকে উচ্চতম কার্য্যও প্রদান করেন, আমাদের তাহাতে বিশেষ আস্থা নাই। প্রার্থনা ও অভিযোগ দ্বারা চেষ্টাপূর্ব্বক আমরা যাহা পাইব, তাহাতেই আমাদের

অধিকতর তৃপ্তি"। এ কথাটী অতিরিক্ত আত্মাভিমানপ্রসূত ও নিতান্ত তমোগুণের বিকাশক বলিয়া আমার মনে ভাল লাগে নাই। শিক্ষিত পরাজিত জাতির উচ্চ আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক হইলেও জেতার সহিত সমান অভিমানী হওয়া ন্যায় সঙ্গত নহে। সেরূপ দুরভিমানের ফলে আমাদের দেশের প্রকৃত মঙ্গল ব্যাহত হইতে পারে। আমরা প্রাপ্য অংশ সকল বিনয়পূর্ব্বক রাজাকে জানাইতে কখন বিরত থাকিব না। কিন্তু কোন কারণে তাহা না পাইলেও মনকে কলুষিত হইতে দিব না। এইরূপ প্রার্থনার সহিত নম্রতা ও সহিষ্ণুতা থাকিলে বর্ত্তমান ইংরাজগণও যে সময়ে সাত্ত্বিকভাবে প্রণোদিত হইয়া আমাদের আশানুরূপ প্রার্থনা পূরণ করিবেন না কে বলিতে পারে? এখনও মেকলের ন্যায় উদার ইংরাজের অভাব হয় নাই।

দাদা ভাই নৌরজী তাঁহার জন্মদিন উপলক্ষ্যে ভারতবাসীকে লক্ষ্য করিয়া উপদেশ দিয়াছেন,—

"আমি সকলকে আমার এই মিনতি জানাইতেছি যে, সর্ব্ব প্রকার অত্যাচার পরিহার করিতে হইবে। আমাদের অভি-যোগের সংখ্যা অনেক ও ঐ সকল ন্যায় সঙ্গত। অবিরাম উদ্যম, আত্মবিসর্জ্জন, শান্তভাব, ধীরতা ও অধ্যবসায়ের সহিত প্রকৃত রাজনীতিসংস্কার-সংগ্রামকে অব্যাহত রাখ। ভয় ও স্তুতি এই দুটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রিটিশজাতির বিবেক ও ন্যায়বুদ্ধির নিকটে সুবিচারের জন্য অনুরোধ কর।" এই কথা প্রসঙ্গে সঞ্জীবনী সম্পাদক বলিয়াছেন,—"রাজা বা প্রজা কেহই অত্যা-

চার দ্বারা জয়লাভ করিতে পারেন না। ইংরাজপ্রজাদিগকে রাজা প্রথম চার্লসের মুণ্ড কাটিয়া দ্বিতীয় চার্লসের সময়ে কি ঘোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল। প্রজাদিগের স্বাধীনতা একেবারেই ছিল না। ইতিহাস শিক্ষা দিতেছে 'অত্যাচার দ্বারা কেহ কখন জয়লাভ করিতে পারে না।' সুতরাং কোন বাঙ্গালি অত্যাচারকে জাতীয় উন্নতির সহায় বলিয়া মনে করিতে পারেন না। ধীরতা, সহিষ্ণুতা, আত্মত্যাগ ব্যতীত কখনও কোন জাতি বড় হইতে পারে না। ইংরাজের ন্যায়বুদ্ধিকে জাগ্রত করাই ভারতবাসীর এক প্রধান লক্ষ্য। যে দিন সেই ন্যায়বুদ্ধি জাগিবে, সে দিন ইংরাজ ও ভারতবাসী পরস্পরকে ভাই ভাই বলিয়া আলিঙ্গন করিবে।"

দাদাভাই ও সম্পাদক মহাশয়ের উপদেশ সময়োপযোগী। এদেশীয় লোকে সময়ে এরূপ সদুপদেশ পাইলে, কুপথে পরিচালিত হইয়া বৃথা কষ্ট পাইত না এবং আমাদিগেরও কষ্টের কারণ হইত না। অতএব ভাই বঙ্গবাসী! যদি রাজার নিকটে কার্য্য লইতে ইচ্ছা কর, ধীর ও প্রশান্তভাবে কার্য্য কর। নাবালকদিগকে রাজনীতি রঙ্গমঞ্চে আর নাচাইও না। তাহার পরিণাম বিষময়। এ বিষয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

যে ইংরাজের সুশাসনগুণে ভারতসন্তান আজ পাশ্চাত্য জ্ঞানালোকে নবজীবন লাভ করিয়াছে, কালে তাঁহাদের স্বভাবিক কৃপায় সকল বিষয়েই যে সুবিধা ভোগ হইতে পারে বিচিত্র

কি? উন্নতি লাভ করিতে গেলে বিনয়, নম্রতা ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। এই এক শতাব্দীমাত্র ইংরাজ-অধিকারে এদেশের উপকার ও অপকারের মাত্রার সহিত মুসলমানদিগের ৭০০ বৎসর কাল রাজত্বের মধ্যে এদেশে উপকার ও অপকারের মাত্রা তুলনা করিয়া দেখিলে কে ইংরাজের শাসনপদ্ধতির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন? অনেক মুসলমান শাসনকর্ত্তার বিধর্ম্মীর প্রতি বিদ্বেষ স্বাভাবিক ছিল। পূর্ব্বে মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে এক আক্‌বর ব্যতীত বর্ত্তমান কাবুলের আমীরের ন্যায় কেহই দেবভাবাপন্ন ছিলেন না। বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতাদোষে অনেক মুসলমান শাসনকর্ত্তা প্রজাদিগের বিশেষ অপ্রীতিভাজন হইতেন।

বাঙ্গালির গৌরব রবি প্রতিভাশালী রমেশবাবু বলেন যে,—"বিজাতীয় বৈদেশিক শাসকের হস্তে বিজিত জাতির স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ করিতে পারে, অদ্যাপি এরূপ উপায় উদ্ভাবিত হয় নাই। তবে এই অনিষ্ট নিবারণের একটি মাত্র উপায় বিজিত জাতির হস্তে দেশের আংশিক শাসনভার সমর্পণকরা। ইহাতে জেতা ও বিজিত উভয় জাতিরই যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।"

রমেশ বাবুর বাক্যটী সূত্রের ন্যায় গম্ভীর। এদেশীয় উচ্চ শিক্ষিতদিগের উপরে দেশের আংশিক শাসনভার সমর্পণ করিলে দেশের কতদূর মঙ্গল সাধিত হইবে বলা সহজ নহে। কারণ দেখা গিয়াছে কেহ কেহ গুণানুসারে উচ্চতম পদ পাইয়াও

স্বাধীন ইংরাজের ন্যায় সুচারুরূপে কার্য্য পরিচালনা করিতে না পারায় দেশের বিশেষ মঙ্গল সাধন করিতে পারেন নাই। রমেশবাবুর মতে কার্য্য হইতে পারিলে এদেশে অনেক উচ্চ রাজ কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে পারে বটে; কিন্তু চাকরীর অর্থে দেশ কখন কি ধনাঢ্য হইতে পারিয়াছে? কৃষিপ্রধান দেশের প্রকৃত উন্নতি করিতে ইচ্ছা করিলে গভর্ণমেণ্টের মুখপানে অন বরত চাকরীব জন্য তাকাইয়া ফল কি? আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রাণপণে বিদ্যাশিক্ষা করা বিধেয়। চাকরীই বিদ্যাশিক্ষার চরম লক্ষ্য রাখা উচিত নহে। যোগ্যতানুসারে গভর্ণমেণ্টের উচ্চ কার্য্যে যদি কোন দেশীয়ব্যক্তি নিযুক্ত হন ভাল, তাহাব জন্য ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই। সকলেরই স্বপ্রধানভাবে কার্য্য করিতে অভ্যাস করা উচিত। শিবপুর বা পুষাতে কৃষিতত্ত্ব ভাল রূপে শিক্ষাপূর্ব্বক জনসাধারণের নিকটে বক্তৃতাদ্বারা সেই বিদ্যা প্রসারিত করিয়া এদেশে সকল প্রকার কৃষির যাহাতে উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। কৃষির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের অভ্যুদয়ের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। শিক্ষিত দু-চারিজনকে উচ্চতম কার্য্যে নিযুক্ত করা অপেক্ষা এদেশের কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির জন্য গভর্ণমেণ্ট যদি প্রভূত সাহায্য করেন, দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে। কারণ দেশের অধিকাংশ লোক যখন কৃষিজীবী ও দরিদ্র, তখন সাধারণ প্রজার উন্নতি না হইলে দেশের অভ্যুদয় কিরূপে হইতে পারে?

এই অখণ্ডবঙ্গদেশে শতকরা ১৫ জন লেখাপড়া জানে। গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, গভর্ণমেণ্ট বিদ্যা-শিক্ষাবিষয়ে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেও, লোকে অন্ন-চিন্তার জন্য ব্যাকুল হইয়া মনের চাষ অপেক্ষা জমির চাষেই ব্যস্ত। সুতরাং পড়িবার বা পড়াইবার বিষয় মনেই করিতে পারে না। বিশেষতঃ এদেশের অধিকাংশ দরিদ্রলোকে সামান্য বিদ্যা শিখিয়াই চাকরীর জন্য লালায়িত। সে রূপ শিক্ষায় ফল কি? বরং তাহা দ্বারা দেশের অধিকতর অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। সেই জন্য যাহারা লেখাপড়া শিখিতে তত ইচ্ছুক নহে, তাহাদিগকে মুখে মুখে কৃষি ও শিল্পবিষয়ে যথাযথ উপদেশ দেওয়া উচিত। তবে যদি কোন সুশিক্ষিত ভারতসন্তান উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকটে পদোচিত গৌরব ও নম্রতার সহিত নিজের স্বাধীন মন্তব্য খ্যাপনপূর্ব্বক দেশের প্রকৃত অভ্যুদয় করিতে চেষ্টা করেন, সেরূপ কৃতী পুরুষের চাকরি স্বীকার করা শ্লাঘনীয়। ক্রমে শিক্ষিতের সংখ্যার বৃদ্ধির সহিত বিশ্বস্তভাবে কার্য্য করিয়া গভর্ণমেণ্টের প্রীতি উৎপাদন করিতে পারিলে, অচিরকালের মধ্যে ভারতবাসী অনেক উচ্চ কর্ম্ম পাইতে পারিবেন, এরূপ আশা করিতে পারা যায়। সত্যনিষ্ঠা, স্বাধ্যভাবিতা, সময়ানুবর্ত্তিতা, (Punctuality) কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রভৃতি গুণে কর্ম্মবীর ইংরাজ যেরূপ প্রীতিলাভ করেন, এদেশের সুশিক্ষিত অর্থশূন্য, অতিরঞ্জিত চাটুবাক্যে সেরূপ সন্তুষ্ট হন না। প্রভুগণ তোষামোদকারীর প্রতি অন্তরে বিরক্ত হইয়া থাকেন।

রাজা ও প্রজার ঘনিষ্ঠভাব অপেক্ষা দূরত্ব অনেক মঙ্গলজনক। দূরত্বে দেবভাব ও নৈকট্যে পশুভাব প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই জন্য ১৯০০ শতাব্দীর প্রারম্ভে লস্করদিগের ইংলণ্ডে গমন প্রতিষিদ্ধ হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইংলণ্ডের অবস্থা পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। ইংলণ্ড পূর্ব্বে বর্ব্বরতা ও কঠোরতার আবাসভূমি ছিল। ইংলণ্ডের পূর্ব্ব ইতিহাস পাঠ করিলেই সকলেই এই কথা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। প্রথম জেমস্ বা প্রথম চার্লসের রাজত্ব বিবরণীর সহিত বর্ত্তমান রাজার রাজত্ব বিবরণী যদি কেহ তুলনা করেন, একের আসুরিকভাব পক্ষান্তরে অপরের দেবভাব তাঁহাকে সকল বিষয়েই স্বীকার করিতে হইবে। কালের মাহাত্ম্যে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ আজ সভ্যতম ও শিক্ষিত-দিগের আদর্শস্থানীয় হইয়াছেন। তাই আজ ইংরাজের শাসনে ভারতের অবস্থা এত শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইংরাজশাসনে ভারত আজ যে উপকার পাইয়াছে, কালের সহায়তায় বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ে ইংরাজ তাহা করিতে পারিয়াছেন। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া বা ভারতেশ্বর সপ্তম এডোয়ার্ডের সময়ে ভারতসন্তান যেরূপ উপকার পাইয়াছে, ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব্ব রাজা জেম্‌সএর অধিকারে সে স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারিত কি? সময়ের সদ্ব্যবহার ও অসাধারণ অধ্যবসায়গুণেই ইংরাজ আজ এত উন্নত। সুতরাং ভারত ও কেন না সেই উন্নত সভ্যজাতির সংসর্গে ইংলণ্ডের মত অচিরকালের মধ্যেই শ্রীসম্পন্ন হইতে পারিবে? এ জগতে বিজ্ঞানই যুগান্তর আনিয়াছে। পূর্ব্বে ঋষিরা যোগ-

বলে যে সকল সম্পাদন করিতেন, এখন বিজ্ঞানবলে প্রায় সেই সকল কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। যোগবল অদৃষ্ট, বিজ্ঞান বল দৃষ্ট। তাই অনেকেই আজ দৃষ্টবলের পক্ষপাতী।

ভারতবাসীর শিক্ষা এখনও অপূর্ণ অবস্থায় আছে। বিদ্যা শিখিলেই শিক্ষা পূর্ণ হয় না। শিক্ষিত হইয়া দেশ, কাল ও পাত্র বুঝিয়া যিনি শিক্ষার সুফল প্রয়োগ করিতে জানেন, তাঁহার শিক্ষা পূর্ণ। গত বৎসরে জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিনির্ব্বাচনে গোলযোগ দেখিয়া ভারতে শিক্ষার পূর্ণতা কে স্বীকার করিতে পারে?

ইংরাজের অধিকারে আজ কাল ভারতবর্ষ যেরূপ শান্তিময়, উত্তরোত্তর এই শান্তি বর্দ্ধিত করিতে গেলে রাজা ও প্রজা উভয়েরই ধীর ও প্রশান্তভাবে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ইংরাজের ভারতবাসীর প্রতি যেরূপ বাৎসল্য, ভারত সন্তানেরও ইংরাজের প্রতি সেইরূপ ভক্তি করা কর্ত্তব্য। ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাঘাতে বা ব্যক্তিগত শাসনের দোষে প্রজাদিগের রাজার প্রতি ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক কর্কশ বাক্য বলা বিধেয় নহে। পক্ষান্তরে রাজার ও প্রজাদিগের ন্যায্য আবদার রক্ষা বিষয়ে যথাসম্ভব যত্ন করা উচিত। বিজিত ও বিজেতৃভাব, দেশীয় ও বৈদেশিক ভাব পরস্পর ভিন্ন হইলেও শিক্ষার গৌরব স্মরণ করিয়া শিক্ষিত প্রজার প্রতি অন্তরে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা রাজার যেরূপ গর্হিত, নিয়ন্তা দিক্‌পাল-শক্তিসম্পন্ন রাজার প্রতি ও প্রজার সেইরূপ কিঞ্চিৎ নশ্বর স্বার্থের জন্য অশ্রদ্ধার সহিত অবিনয়

ও ঔদ্ধত্য প্রকাশেও মহাপাপ। রাজকার্য্যসমালোচনাকালে সম্পাদকদিগেরও সংযত ভাবে লেখনী পরিচালনা করা কর্ত্তব্য। দেশের অভাব অভিযোগ লিখিতে গিয়া রাজপুরুষের প্রতি অনর্থক কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা অবৈধ। ভারত ও ইংলণ্ডের স্বার্থ যখন পরস্পরের সহিত জড়িত, তখন এই উভয় জাতির মনে পরস্পরের প্রতি যত প্রীতি বাড়িবে, ততই উভয়ের মঙ্গল সুনিশ্চিত। এইরূপ বিজেতা ও বিজিতজাতির পরস্পর মিলনে জেতা যখন বুঝিতে পারিবেন, বিজিতজাতির মঙ্গলেই জেতার মঙ্গল, বিজিত জাতিব দেশ উন্নত হইলেই জেতার দেশের উন্নতি, তখন এক পাশ্চাত্যশিক্ষাসূত্রে বদ্ধ হইয়া এই দুই জাতি এক হইয়া এক মত কার্য্য করিতে পারিবেন। সাত্ত্বিক উদারতার তেজে মনের কলুষভাব বিদূরিত হইয়া যাইবে। শিক্ষিতদিগের বিবেকপূর্ণ সহিষ্ণুতা ও ধীরতা অচিরেই এদেশে সেই পবিত্র সত্যযুগকে আনয়ন করিয়া দিবে আশা করিতে পারা যায়। বিজিত ও বিজেতাজাতির মনের মিল করিতে গেলে, আপাততঃ পরস্পরকে কিছু স্বার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। এইরূপে অকৃত্রিম ভক্তি ও প্রীতিসূত্রে বিজিত ও বিজেতৃজাতির পরস্পরের প্রতি প্রীতি সম্বর্দ্ধিত হইলে, বৈদেশিক ইংরাজ তখন নিজ দেশের মত ভারতের মঙ্গলের জন্য ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া সকল ভারতবাসীর হৃদয় রাজ্য অধিকার করিতে পারিবেন ইহা অনেকের বিশ্বাস। ইংলণ্ডের ন্যায় অল্প স্থানের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে যখন ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের প্রভূত লাভ হইতেছে, তখন

এই বিশাল ভারতভূমির কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতিতে দেশ ধনাঢ্য হইলে মঙ্গলের অংশীদার রাজা ব্যতিরেকে আর কে হইতে পারেন? এইরূপ করিলে ইংরাজের জাতীয় গৌরব যে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, তাহা অনেক মনীষী ইংরাজও অস্বীকার করেন না। শান্তিপ্রিয় ভারতবাসী চিরকালই রাজভক্ত। অন্তরের মধ্যে রাজাকে দিক্‌পাল বা বিষ্ণুর ন্যায় বরাবর ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। আকালিক ক্ষুদ্র তরলমেঘের অস্পষ্ট গর্জ্জনে সমুদয় পরাধীন দেশবাসীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা প্রভুর কর্ত্তব্য নহে ইহা ইংরাজের অবিদিত নাই। এদেশে কৃষি ও শিল্পের উন্নতি এবং দুর্ভিক্ষের প্রতীকারের জন্য পূর্ব্বে আমরা যে সকল বিষয় বলিয়াছি, প্রতিভাশালী ইংরাজ প্রজাদিগের প্রকৃত অভাব বুঝিয়া ইতিমধ্যেই অনেকস্থানে সে সকল বিষয়ে মনোযোগী হইয়াছেন এবং প্রতিনিয়তই প্রজাদিগের সুখ সমৃদ্ধির বৃদ্ধিবিষয়ে যেরূপচেষ্টা করিতেছেন, অচিরকাল মধ্যে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ অভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী।

এক্ষণে পরমপিতা কৃপাময় পরমেশ্বরের নিকটে আমরা কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তাঁহার কৃপায় এই ভারতবর্ষ চিরকাল যেন শান্তিময় থাকে, এবং যুগ যুগান্তর আমরা যেন এই ন্যায়বান্ ইংরাজের রাজ্যে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী জন্মভূমিকে এক ঐক্যে পূজা করিতে পারি। আর ইংরাজও যেন মন হইতে কলুষভাব পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক গুরুর মত অকৃত্রিমভাবে আমাদিগের প্রতি চিরকাল স্নেহ করেন,

আমবাও সেই মত তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে কখন বিমুখ না হই।

জগদীশ্বর আমাদিগের ভক্তি ভাজন সম্রাট্‌ সপ্তম এডোয়ার্ড ও বর্ত্তমান বড়লাট ও ছোটলাট বাহাদুরদিগকে তাঁহাদিগের স্বজন ও সহকাবীদিগেব সহিত সুস্থ ও দীর্ঘজীবী করুন, ইহা আন্তবিক প্রার্থনা।

